

কল শিল্পাত্মক সৌন্দর্য ও শক্তি পেতে হবে।

গান বাস তাঁ
গুল নাম কস্যুক
পুরহাত ব্যাব
গুণ পরিচয়ক
খোলো রেখ রেখ রেখ
সুর রেখ রেখ রেখ
কুণ্ডল ব্যুৎপত্তি রেখ
গুরু গুরু গুরু গুরু

মুখ মুখ মুখ
পথ মুখ মুখ
দাউত মুখ মুখ
পথ মুখ মুখ

গুণোল
অনুষ্ঠান
অনুষ্ঠান
ভালবাসক

১৩৪ কল শিল্পাত্মক সৌন্দর্য ও শক্তি | চতুর্থ সংখ্যা | ২০২০

১৩৫
কল শিল্পাত্মক
অনুষ্ঠান
কল শিল্পাত্মক
কল শিল্পাত্মক

কল শিল্পাত্মক

গুরু গুরু গুরু

delet
Delete one

Let it

stet

Mal
ma

eq

hr

ls

Bel
Join

Inde
Move

L

ଶ୍ଵାକାଳ ମୁଖପତ୍ର | ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା | ୨୦୨୦

ଚନ୍ଦ୍ରଫେଣ୍ଡ୍

ପ୍ରକାଶ ରିଡିଂ



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ପ୍ରକାଶକାଳ

ଜାନ୍ମୁଯାରି ୨୦୨୦, କଲକାତା ବେଇମେଲା

ପ୍ରକାଶକ

ସାମରାନ ହଦା

୯୪୫ାଲ୍ ବୁକ୍ସ

୯/୨ ବଲରାମ ବୋସ ଘାଟ ରୋଡ (ଦିତଲ), କଲକାତା ୭୦୦ ୦୨୫

ଫୋନ +୯୧ ୯୭୪୮୭୪୭୪୮୭, +୯୧ ୯୦୦୭୨୭୫୨୪୭

ଇମେଲ lyriqal.books@gmail.com

www.lyriqalbooks.com

ସମ୍ପାଦନା

ଶ୍ରୀକୁମାର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

କୃତଜ୍ଞତା

ଅରଣି ବସୁ

ଅରଣ ଦେ

ରାଜଙ୍କି ସେନ

ଦେବାଶିସ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ

ରାଜୀବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

ଚିତ୍ର ସମ୍ପାଦନା ଓ ବିନ୍ୟାସ

ସୁମେରୁ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ

ପ୍ରଚାଦ

ହିରଣ ମିତ୍ର

ହରଫ ବିନ୍ୟାସ

ସୁଚରିତା କରଣ, ୩୮, ମହେନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ ରୋଡ, ହାଓଡ଼ା ୮

ମୁଦ୍ରକ

ଏସ ପି କମିଉନିକେଶନସ, ୩୧ ବି ରାଜା ଦୀନେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଟ୍ରିଟ, କଲକାତା ୯

ଦାମ ୩୦ ଟାକା



সংশোধনবাদ জিন্দাবাদ

না, কোনো রাজনৈতিক প্রস্তাবনার কথা ভাবা হচ্ছে না। শিরোনামের শব্দবক্ষ ‘কলকাতা’ পাত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্তের কয়েনেজ। শ্লোগানটির জন্ম প্রফুল্ল দেখার নিষ্ঠায়। প্রত্যক্ষত এর লক্ষ্য পুলিনবিহারী সেন। কিন্তু জ্যোতির্ময় দত্তের দুই সুহাদ সুবীর রায়চৌধুরী আর অমিয় দেবও প্রফুল্ল দেখায় সেসময় যে-শৈল্পিক মান নির্ধারণ করেছিলেন, তাতে তাঁদেরও জড়িয়ে নিয়েছিলেন এই শ্লোগানে সন্দেহ নেই। এমনিতে প্রফুল্ল রিডিং ব্যাপারটা নিয়ে বাঙালির খুব একটা মাথাব্যথা নেই। বইপাড়ায় কান পাতলে ইতিউতি শোনা যায় বাংলায় না কি বেশ কয়েক রকমের বানান পদ্ধতি আছে। তবে কোনো একটি পদ্ধতিতে স্থিত থেকে একটা আস্ত বইয়ের বানান সুচারু ভাবে সংশোধিত হলে বেশ আশ্চর্যই হতে হয়। তুল বানানের বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে একই বইয়ে বিভিন্ন বানান আমাদের চোখে দিয় সয়ে যায়। সাধারণ ভাবে বাংলা বইপত্রের ব্যাকস্টেজ চিরকালই অনালোকিত। যে-সব অমলকস্ত্রিয়া রোদ্ধুর হতে পারেন না তাঁরাই বইয়ের সাজাঘরে কাজ করেন, এমন ব্রাহ্মণবাদী ধারণা সামাজিক ভাবে রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যেও তার প্রতিফলন একই রকমে। লেখক-প্রকাশক দলগুলোর ঘরে প্রফুল্ল রিডার যেন বেচারা আসবাব। অথচ হোমো সাপিয়েন্সের বহু শতাব্দীর অর্জন, তার জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ফসলগুলি পরিবেশনের কাজে সম্ভবত সব থেকে বেশি ভার বহন করার কথা একজন প্রফুল্ল রিডারের। যার সম্বল শ্রেফ কর্তৃগুলি খুদে চিহ্ন, অপরিমাপযোগ্য সাহিত্যবোধ আর সজাগ দৃষ্টি ও মনন।

সংকট কিন্তু বহুমুখী। প্রথমত, একজন প্রফুল্ল রিডার তাঁর দক্ষতার সামাজিক কিংবা কাষ্ঠলমূল্যে চিরকালই ব্যাকবেঢ়েগুলি। দ্বিতীয়ত, বাংলা বানানের নেই কোনো আদর্শ মানদণ্ড। তৃতীয়ত, অযোগ্য হাতে প্রফুল্ল দেখার নিরাময়হীন অস্বৃথ।

বানানের ক্ষেত্রে লেখকের নিজস্ব বিশিষ্টতা বাদ দিলে ইদানীং সাহিত্য সংসদ, বাংলা আকাদেমি আর আনন্দবাজার গোষ্ঠীর বানানবিধির কথাই শোনা যায়। খুব গভীরে সেসব বানান খেয়াল করলে দেখা যাবে তাদের মৌলিক অনুসন্ধানগুলিতে বিরাট কোনো ফারাক নেই। তবু সব বিধিতেই রয়ে গেছে বেশ খানিকটা ধূসর পটভূমি।

আবার প্রফুল্ল রিডার যদি বই নির্মাণের প্রতিটি করণকৌশল সম্পর্কে আবহিত না হন তাহলে বোধহয় তাঁর কাজ সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের কাছাকাছি সময়ে এমন এক বাতিঘর ছিলেন সুবিমল লাহিড়ী। ‘রেল কৌতুকী’-র প্রণেতা প্রদেশ চৌধুরী হাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন ‘সুবিমল লাহিড়ী মাথা নীচু করে কাজ করেন বলে আমরা মাথা উঁচু করে চলি।’ আবার ‘পড়ার বইয়ের বাইরে পড়া’ নির্মাণের সময় সুবিমল লাহিড়ীর অনুরোধ শিরোধার্য করে ত্রীপাথু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আলোচিত সব ক-টি বই। এই পারস্পরিক আনন্দের সম্পর্ক, লেখক-প্রফুল্ল রিডারের যুগলবন্দিতে তৈরি হতে পারে মনে রাখার মতো একখনা বই।

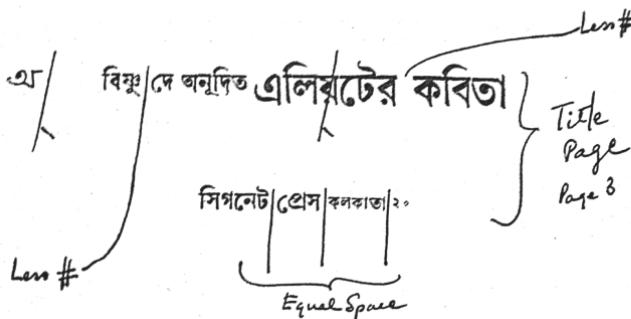
প্রফুল্ল রিডিংয়ের ক্ষেত্রে স্টাভার্ডাইজেশন এক আবশ্যিক অক্ষ। আর কে না জানে স্ট্যাভার্ডাইজেশনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক হেজিমনির অবাধ দোষান্ব। সুতরাং বিধির বাঁধন খুব শক্ত হলে সে-বাঁধন যে একদিন টুটিবেই এ নিশ্চিত প্রত্যয় যেন আমাদের থাকে। সে-বাঁধন ফিরে থেকে গাঢ় গেরঘং কিংবা লাল-নীল-সবুজ যে রঙেই হোক। আমাদের সংশোধন চলুক সংবেদনের পথে।

‘চমৎকার’ আসলে বার্তাবাহক। ৯৬কাল বুকসের গত করেকটি বছরের রোজনামচা। শুরু থেকেই যারা বিজ্ঞাপনে মাত করেন না দিয়ে, ছুঁতে চেয়েছে প্রকাশনায় আন্তর্জাতিক মান। সম্পাদক-শিল্প নির্দেশকের লালনে ‘সব বই বই নয়, কিছু কিছু বই’ শ্লোগান তুলে বাংলা প্রকাশনায় একুশের দীপ্তি। আপনার ইচ্ছে হলে সে খবর পাচার করুন বন্ধুর কাছে। খেয়াল রাখুন কী ঘটতে চলেছে আগামী দিনগুলোতে।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

এলিঙ্টের কবিতা Half-Title Page
Page 1

বিবুদ্ধ মাসিক পত্রসংখ্যা, ১৩৮৩, দিল্লী প্রকাশনী।



ডি. কে.-র দেখা প্রফ

সূচিপত্র

- প্রফরিডার - চথগ্নিকুমার ঘোষ ৭
- প্রফ দেখা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭
- প্রফ দেখা - পুলিনবিহারী সেন ২২
- প্রফ দেখা - সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ২৩
- যে-ফ্যাক্টরিতে ভোঁ পড়ে না - সুবিমল লাহিড়ী ২৭
- প্রফ নিয়ে দু-চার কথা - অনিবার্ণ রায় ৩০
- স্টাইলশিট - রাজীব চক্রবর্তী ৩৭

ছাপার ভুল

প্রিয় সম্পাদক, কম্পোজিটার ও প্রফ রিডারগণ,
বাংলা ভাষাকে ছাপার ভুলের হাত থেকে বর্ক্ষণ করুন। এবং জানবেন
দাঢ়ি-কমা-সেমিকোলন এগুলোও বাংলা ভাষা। প্রৌতিসহ—
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা-৩৬।

প্রফুরিডার

চতৃঙ্গলকুমার ঘোষ

রোগা, মাঝারি উচ্চতা, মাথায় কাঁচা-পাকা ছুল, আধময়লা রঙে চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, কম দামের ধূতি-শার্ট পরা, কাঁধে বোলা ব্যাগ— সব মিলিয়ে দারিদ্রের স্পষ্ট ছাপ।

মানুষটাকে প্রথম দেখেছিলাম হরনাথবাবুর দোকানে। হরনাথবাবু শ্রীগুরু পুস্তকালয়ের মালিক। বাংলা বইয়ের নামি প্রকাশক।

বর্ষার দিন। আকাশ মেঘলা। গতকাল সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। এখনও চারিদিকে ভিজে ভাব। এই সময় বই বাজারে খদ্দেরের তেমন ভিড় থাকে না। কেমন একটা বিমানো ভাব।

কাউন্টারে দু-জন ছেলে বসে আছে। ভেতরে হরনাথবাবুর সঙ্গে গল্ল করছিলাম। তাঁর প্রকাশনা থেকে আমার তিনখানা উপন্যাস বার হয়েছে। বিক্রিবাটা ভালই। ইদানীং হরনাথবাবু যথেষ্ট খাতির করেন। কথা হচ্ছিল বই পড়া নিয়ে।

— জানেন বাইয়ের বিক্রি আগের চেয়ে বেশি হলেও, বই পড়ার অভ্যেস কিন্তু মানুষের ক্রমশই কমে আসছে। আগে দুপুরবেলায় মেয়ে-বউরা রান্না-খাওয়া সেরে শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ত, এখন টিভি দেখে।

মাথা নেড়ে বললাম আপনি ঠিকই বলেছেন হরনাথবাবু। তাছাড়া মানুষের অবকাশও ক্রমশই এত কমে আসছে বই পড়ার সময়টাই হয়তো কিছুদিন পর আর থাকবে না।

কাউন্টারে বসে থাকা একটা ছেলে কাউকে কিছু বলল। বোধহয় কোনো খরিদ্দার এসেছে। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম মানুষটা ঢুকছেন।

বাইরের রাস্তায় জলকাদা। দোকানের ভেতরটা শুকনো পরিষ্কার। হরনাথবাবু একটু জোরে বললেন, জুতো বাইরে খুলে আসুন নিমাইবাবু।

বুবালাম মানুষটার নাম নিমাইবাবু। বোধহয় জুতো পরেই ভেতরে আসছিলেন। তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে জুতো খুলে রেখে ভেতরে এলেন। কোনো কথা না বলে পাশের চেয়ারে বসলেন।

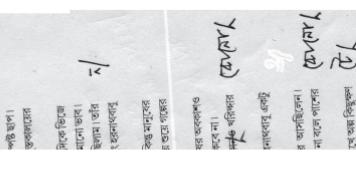
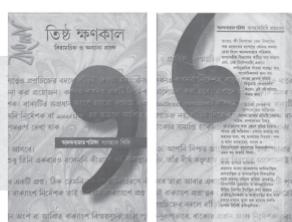
মনে হল ভদ্রলোক ক্লাস্ট। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে, টেবিলের উপর রেখে অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে রাখলেন।

হরনাথবাবু জলের বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, ক-টা প্রফু এনেছেন।

— তিনি ফর্মা এনেছি।

হরনাথবাবুর মুখে চাপা বিরক্তি ফুটে উঠল।

— সাতদিন আগে নিয়ে গেলেন। পুরোটা শেষ করতে পারলেন না।



— সঙ্গের পর রোজ এত লোডশেডিং হচ্ছে কাজই করতে পারছিনা। ভদ্রলোক ব্যাগ থেকে এক তাড়া কাগজ বার করে বললেন, বাকিটা সোমবার দিয়ে দেব।

— আর দেরি করব না। প্রেসের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

হরনাথবাবু ফ্রফণ্ডলো ড্রুয়ারে রাখছিলেন। লক্ষ করলাম ভদ্রলোকের চোখে মুখে চাপা কুঠা। কিছু বলতে চাইছেন। হয়তো আমার সামনে বলতে পারছেন না।
বললাম হরনাথবাবু আজ উঠি।

— আরে বসুন বসুন। এই তো এলেন? নিমাইবাবু আপনি আসুন।

নিমাইবাবু উঠে দাঁড়ালেন। হাত দুটো কোলের কাছে জড়ে করে চাপা গলায় বললেন, আজ কিছু যদি দিতেন।

— এই তো গত সপ্তাহে আপনাকে টাকা দিলাম।

নিমাইবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, আসলে হাত একদম খালি।

হরনাথবাবু কিছু ভাবলেন।

— সবই বুঝি। মাসের শেষ। আমাদেরও হাত খালি। আজ কিছু দিতে পারলাম না। কাল একবার আসুন। যা পারি দিয়ে দেব।

নিমাইবাবু আর কিছু বললেন না। মাথা নীচু করে যেমন নিঃশব্দে বার হয়ে গেলেন।

নিমাইবাবু চলে যেতেই হরনাথবাবু মুখ ফেরালেন।

— আমার ফ্রেঞ্চডিওর নিমাইবাবু। উনিই আপনার আগের বইগুলোর ফ্রফ দেখেছেন।

— মনে হচ্ছে ভদ্রলোক অনেকদিন আপনার কাছে আছেন।

— তা বলতে গেলে আমার ব্যাবসা শুরুর সময় থেকে। আগে ভালই কাজ করতেন। ইদানিং ওঁকে দিয়ে আর চলছে না।

— কেন?

— আসলে বড়ো টিলেটালা হয়ে গেছেন। আগে বছরে দু-খানা বই বার হত, এখন দশখানা বই বার হচ্ছে। সব কিছুই তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে। কিন্তু নিমাইবাবু ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছেন।

— বয়স হয়েছে।

— প্রথম থেকে রয়েছেন, তাই কিছু বলতে পারি না।

মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। কত যত্ন করে উনি আমার লেখা ছাপার যোগ্য করে তুলেছেন। একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দেওয়া হল না। বললাম, ভদ্রলোক কোথায় থাকেন?

— শ্যামবাজারে।

— দেখে তো অবস্থা ভালো বলে মনে হল না।
— আগে চার-পাঁচ জনের কাছে প্রফ দেখতেন। এখন বাজারে অনেক নতুন ছেলেমেয়ে এসে গেছে। বুবাতেই তো পারছেন কম্পিউটশন মার্কেট। সবাই চায় চটপট কাজ।

সতীই তো সময় এগিয়ে চলেছে। যুগ পাল্টাচ্ছে। পুরোনোদের হচ্ছিয়ে দিয়ে নতুনরা সামনে আসছে।

বেলা বাড়িছিল। উঠে পড়লাম। দু-পাশে বইয়ের দোকান। কত মানুষের ভিড়। বড় রাস্তা পার হয়ে কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে দিয়ে চলেছি। বেশ কিছু লোক এখানে, ওখানে বসে আছে। বেশির ভাগই বেকার, না হয় কলেজ-পালানো ছেলেমেয়ে। গায়ে গা ঘেঁষে বসে ভবিষ্যতের স্থপ দেখছে।

পুকুরটা জলে কানায় কানায় ভরা। দু-চারজন ছিপ ফেলে বসে অপেক্ষা করছে কখন মাছ এসে তার বাঁড়শিতে ধরা দেবে। রোদ না থাকলেও বাতাসে বেশ গরম ভাব। একটু জোরেই হাঁটিছিলাম। বৰ্ষার বৃত্তি, বলা নেই কওয়া নেই হঠাত কখন এসে পড়বে। হয়তো পাশ কাটিয়েই বেরিয়ে যেতাম। রাস্তার কাদা ডিঙিয়ে যেতে গিয়েই চোখে পড়ল একটা বেঞ্চির উপর বসে আছেন নিমাইবাবু। কাপড়ের ব্যাগটা পাশে রাখা, চশমা খুলে সামনের দিকে উদাসভাবে চেয়ে আছেন।

— নমস্কার।

নিমাইবাবু তাড়াতাড়ি চশমা পরে আমার দিকে তাকালেন। বোধহয় চিনতে পারছিলেন না। তারপরই বলে উঠলেন, আপনাকে হরনাথবাবুর ওখানে দেখলাম না?

নিজের নাম বললাম।

তাড়াতাড়ি নিমাইবাবু আমার হাতটা ধরে ফেললেন।

— বসুন বসুন। আমিই তো আপনার সব ক-টা বইয়ের প্রফ দেখেছি। এ লাইনে তো কম দিন হল না। প্রথম বই পড়েই হরনাথবাবুকে বলেছিলাম, খুব ভালো লেখা। দেখবেন মানুষের ভালো লাগবে। তা নতুন কী লিখলেন?

— একটা উপন্যাস লিখছি। শেষ হয়ে এসেছে।

— খুব ভাল। লিখুন লিখুন। যত লিখবেন ততই দেখবেন লেখা বাকমক করছে। তবে আপনার বানানটা বড়ো কাঁচা। ন, গ, সব সময় এক করে ফেলেন, স-এর গঙগোলটাও খুব।

প্রথম আলাপেই সমালোচনা। মনটা বিরক্তিতে ভরে গেল। মানুষটার প্রতি যেটুকু সমবেদন জেগেছিল, এক মুহূর্তে কোথায় যেন উবে গেল।

— দেখুন লেখকদের ওরকম একটু-আধুন বানান ভুল হয়ই। বানানের কথা ভাবতে গেলে আর লেখার কথা ভাবা যায় না।

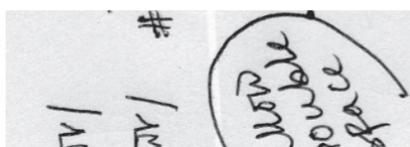
বেঁধি থেকে উঠে পড়লাম।

— চলি আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।

নিমাইবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।

— আপনি আমার কথায় রাগ করলেন না তো। বয়স হয়েছে, পুরোনো আভ্যন্ত। আজকাল কেউ আর আমাদের কথা শুনতে চায় না। সবাই রেগে যায়।

দেখলাম নিমাইবাবু প্রচণ্ড কুঠায় জড়সড় হয়ে গিয়েছেন। নুয়ে পড়া লতার মতো ব্যাগটা তুলে নিয়ে মাথা নীচু করলেন। মনের বিরক্তিকু কেটে গেল। কেমন যেন মায়া হচ্ছিল মানুষটার উপর। তাড়াতাড়ি বললাম, চলুন চা খাওয়া যাক। এখানে রোদ। সামনের ওই ছায়াতে বসব।



ଚା-ଓୟାଲା ଘୁରେ ଘୁରେ ଚା ବିକ୍ରି କରଛିଲ । ଦୁ-କାପ ଚା ନିଯେ ଗାଛେର ତଳାଯ ଗିଯେ ବସଲାମ । ଏବାର ଭାଲୋ କରେ ଭଦ୍ରଲୋକେର ମୁଖେର ଦିକେ ତାକାଲାମ । ବୃଦ୍ଧ ନା ହଲେଓ ଶରୀରେ ବାର୍ଧକ୍ୟେର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ । ଅଭାବ, ଦାରିଦ୍ର ବୋଧହ୍ୟ ମାନୁଷେର ଯୌବନକେ ବଡ଼ୋ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ନିଃଶେଷ କରେ ଦେଯ ।

— କତଦିନ ଏ ଲାଇନେ ଆଛେନ ?

ନିମାଇବାବୁର ମୁଖେର ବିସନ୍ଧ ଭାବଟୁକୁ କେଟେ ଗିଯେଛିଲ । ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଲଲେନ, ତା ପଂ୍ୟାତ୍ରିଶ-ଛତ୍ରିଶ ବର୍ଷର ତୋ ହବେଇ ।

— ତାହଲେ ତୋ ଲେଖକଦେର ଅନେକକେଇ ଦେଖେଛେନ ।

— ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଁବେ । ତାରାଶକ୍ତି, ବିଭୂତିଭୂଷଣ, ନାରାୟଣ ଗାସ୍ତୁଲି, ବନଫୁଲ, ଏହିଦେର ସାମିଧ୍ୟ ପୋରେଛି । ତାହିର କାଜ ଓ କରେଛି । ସଥିନ ଏହିଦେର ଲେଖା ପଡ଼ିତାମ, ହାତେର ଲେଖାର ସଙ୍ଗେ ମିଳିଯେ ଫ୍ରକ୍ଷ ଦେଖିତାମ । କୀ ଅତ୍ରୁତ ରୋମାଞ୍ଚ ହେଁବେ । ଛାପାଖାନାର ଲୋକେରା ସବସମୟ ହାତେର ଲେଖା ବୁଝାତେ ପାରିତ ନା । ଆମାକେ ଲେଖା ଠିକ କରନ୍ତେ ହେଁବେ । ଅନେକ ସମୟ ପଡ଼େ ମନେ ହେଁବେ, ଏହି ଜୟାଗାର ଭାଷାଟା ଠିକ ହେଁବିଲି, ଅନ୍ୟରକମ ହେଁବେ ଭାଲୋ ହେଁବେ । ସବସମୟ ଲେଖକଦେର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଁବେ ନା । ଦୁ-ଚାରବାର ନିଜେଓ ଠିକ କରେ ଦେଇଲାଛି । ଏକଦିନ ତାରାଶକ୍ତରବାବୁ ଆମାଯ ପିଠ ଚାପଦେ ବଲେଛିଲେନ, ତୁମି ତୋ ଆମାର ଥେକେଓ ଭାଲୋ ଲିଖେଇ ।

ହଠାତ୍ କେମନ ଆନନ୍ଦନ ହେଁବେ ଗେଲେନ ନିମାଇବାବୁ । ଅନୁଭବ କରିଲାମ ଫେଲେ ଆସା ମଧୁର ଏକ ସ୍ମୃତି କଷଣିକର ଜନ୍ୟେ ମନଟାକେ ଅନ୍ୟ ଜଗତେ ନିଯେ ଗିଯେଛେ ।

— ତା ଆପଣି ଲିଖିଲେନ ନା କେନ ?

— ଇଚ୍ଛେ ଯେ ଏକେବାରେ ଛିଲ ନା, ଏମନ ନଯ । ସଥିନ ସ୍କୁଲେ ପଡ଼ି କବିତା-ଗଙ୍ଗା ଲିଖିତାମ । ଦୁଟୋ କବିତା, ଏକଟା ଗଙ୍ଗା ତଥିନକାର ଦିନେର ମନୋରମା ପତ୍ରିକାଯ ଛାପାଓ ହେଁବେ ।

— ମନୋରମାର ନାମ ଆମି ଶୁଣିନି ।

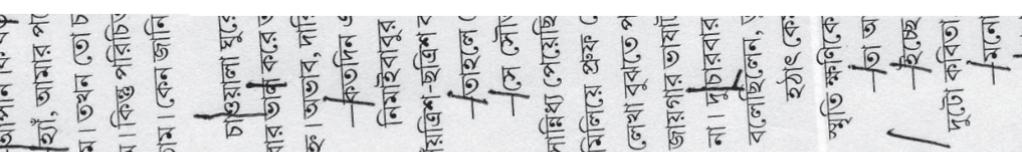
— ଆପନାର ଜନ୍ୟେ ଆଗେଇ ସେ ପତ୍ରିକା ବନ୍ଦ ହେଁବେ ଗିଯେଛେ । ତବେ ତଥିନ ସବାଇ ପଡ଼ିତ । ଆମାର ଗଙ୍ଗା ପଡ଼େ ଅନେକେ ପ୍ରଶଂସାଓ କରେଛିଲ । ଲେଗେ ଥାକଲେ ହ୍ୟାତୋ ନାମ କରନ୍ତେ ପାରିତାମ ।

— କୋନୋ ଅସୁରିଧେ ଛିଲ ?

ଏକଟା ଦୀର୍ଘଶାସ ବୋରିଯେ ଏଲ ନିମାଇବାବୁର ବୁକ ଥେକେ । କିଛିକଣ ଚୁପ କରେ ଶାମନେର ଦିକେ ତାକିଯେ ରାଇଲେନ ।

— ଖୁବ ଛୋଟୋବେଳା ଥେକେଇ ସ୍ଵପ୍ନ ଛିଲ ବଡ଼ୋ ଲେଖକ ହବ । କିନ୍ତୁ ସଂସାର । ସଥିନ ବାବା ମାରା ଗେଲେନ ଆମି ସବେ କଲେଜେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଁବେ । ବିଧିବା ମା ଚାରଟେ ଭାଇବୋନ । ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାଓ ତେମନ ଭାଲୋ ଛିଲ ନା ।

— ଆପଣି କି ବଡ଼ୋ ଛିଲେନ ?



୮୫

୪୩

କ୍ରି-
ମ୍ବା
ମ୍ବା

ଜୀବାବଦିତ ଗ୍ରେନାର ଭାଲୁକ୍ ରେମ୍ବାର ରେମ୍ବାର

— ହାଁ, ଆମାର ପରେ ଦୁଇ ବୋନ, ତାରପର ଦୁଇ ଭାଇ । ସବାଇ ପଡ଼ଛେ । ଚାକରି ଖୁଜିତେ ଆରାମ କରଲାମ । ତଥନ ତୋ ଚାକରିର ବାଜାର ଏତ ଥାରାପ ଛିଲ ନା । ଏକଟା ଭାଲୋ କାଜ ହସତେ ପେଯେ ଯେତାମ । କିନ୍ତୁ ପରିଚିତ ଏକ ଭଦ୍ରଲୋକ କିଛି ଫର୍ଫ ଦେଖାର କାଜ ଏଣେ ଦିଲେନ । ବାଂଲାଟା ଭାଲୋଇ ଜାନତାମ । କେନ ଜାନି ନା, କାଜଟା ଭାଲୋ ଲେଗେ ଗେଲ । ଆର ଛାଡ଼ିତେ ପାରଲାମ ନା । ଏଥନ ମାରୋ ମାରୋ ବଡ଼ୋ ଆଫସୋସ ହୟ । ସବି ଚାକରି କରତାମ ତାହଲେ ଭାଲୋଇ ହତ ।

ହଠାତ୍ ଆମାର ମୁଖେର ଦିକେ ଚେଯେ ଏକଟୁ ହାସିଲେନ ନିମାଇବାବୁ ।

— ଏଇ ଦେଖୁନ ପ୍ରଥମ ଆଲାପେ ଶୁଧୁ ନିଜେର ଦୁଃଖେର କଥାଇ ବଲେ ଗେଲାମ । ଆପଣି କିଛି ମନେ କରଲେନ ନା ତୋ !

— ନା ନା, ମନେ କରବାର କି ଆଛେ । ଆମାର ତୋ ଆପଣାର କଥା ଶୁନିଲେ ବେଶ ଭାଲୋଇ ଲାଗଛିଲ ।

— ଏଥନ ତୋ କେଉ ଆର ଆମାଦେର କଥା ଶୁନିଲେ ଚାଯ ନା । ସାମାନ୍ୟ ଫର୍ଫରିଡାର, କୀ ଜାନି ବଲୁନ ?

କୋନୋ ଜୀବାବ ଦିତେ ପାରଲାମ ନା । ଏକଜନ ଫର୍ଫରିଡାର — ଯାର କାଜ ଲେଖକଦେର ଲେଖାର ସଙ୍ଗେ ଛାପାଖାନାର ଛାପା ମିଲିଯେ ଦେଖ, ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରା, ବ୍ୟସ ଓହିଟୁକୁଇ । ବେଳେ ହଲେଇ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୁଛେ ଯାଯ । ଶୁଧୁ ଲେଖକ ଆର ପ୍ରକାଶକ — ବାକିରା ତୋ ପରିଚାଯିନୀ ।

ବ୍ୟାଗଟା କାଁଧେ ତୁଲେ ନିଯେ ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାଲେନ ନିମାଇବାବୁ ।

— ବାଡ଼ି ଗିଯେ ଆବାର ଫର୍ଫ ଦେଖିତେ ହବେ । କ-ଦିନ ହଲ ଚୋଖଟାଓ ବଡ଼ୋ ଅସୁବିଧେ କରଛେ ।

— ଡାଙ୍କାର ଦେଖିଯେ ଲେବେନ ।

— ଏବାର ଯେତେ ହବେ । ଚଲି । ଆବାର ଦେଖା ହବେ ।

ବେଳା ପଡ଼େ ଏସେଛି । ଦେଖଲାମ ନିମାଇବାବୁ ବିଦ୍ୟାସାଗରେର ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଶ ଦିଯେ, କଲେଜ କ୍ଷୋଯାରେର ଗେଟ ପେରିଯେ କେମନ ବିଷଳ, ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟବାବେ ଟ୍ରୋମ ଲାଇନେର ଦିକେ ଚଲେଛେନ ।

ଆକାଶେ ଆବାର କାଲୋ ମେଘ ସନ ହୟେ ଏସେଛେ । ଆମିଓ ସରେ ଫେରାର ପଥ ଧରଲାମ ।

ମାସଖାନେକ ଆର କଲେଜ ସ୍ଟିଟ୍ ବିହିପାଡ଼ାଯ ଯାଓଯା ହୟନି । ନତୁନ ଉପନ୍ୟାସ ଶେଷ କରାର କାଜେ ବ୍ୟସ୍ତ ଛିଲାମ ।

ହଠାତ୍ ହରନାଥବାବୁ ଫୋନ ପେଲାମ । ଦୋକାନେର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଦିବିସ, ଆମାର ନେମାନ୍ତମ ।

ଦୁପୁରେ ଗେଲାମ । ଆରଓ ଅନେକେ ଏସେଛେନ । ଆମାକେ ଦେଖେଇ ହରନାଥବାବୁ ବଲିଲେନ, ବସୁନ । ଆପନାର ନତୁନ ଲେଖାର ଖବର କି ?

— ଆର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣାନେକେର ମଧ୍ୟେ ପେଯେ ଯାବେନ ।

— ଇଚ୍ଛେ ଆଛେ ପୁଜୋର ଆଗେଇ ଆପନାର ବିହି ବାର କରବ । ଏକଟା ଛେଲେ ମିଷ୍ଟି ଆର ସରବତ ନିଯେ ଏଲ ।

କ୍ରି-
ମ୍ବା
ମ୍ବା



କାଜର ମିଷ୍ଟି
କାଜର ମିଷ୍ଟି

১৮

— নিন। আমি একটু আসছি।

হরনাথবাবু অন্য দিকে গেলেন। আরও লোকজন রয়েছে। সবাইকে দেখতে হবে।

দেখলাম নিমাইবাবু দোকানে চুকচেন। আমাকে দেখেই হাসলেন। মনে হল চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে।

— কেমন আছেন?

— শুই এক রকম।

— চোখ দেখিয়েছেন?

— রোজই ভাবি যাব, সময় করতে পারিনা।

বুরাতে পারছিলাম অভাবের জন্যেই ডাঙ্কারের কাছে যেতে পারছেন না নিমাইবাবু।
সেকথা বলতে সংকোচ অনুভব করছেন।

কিছু সাহায্য করার কথা ভেবেও পিছিয়ে গেলাম। হয়তো মানুষটার আঘাসম্মানে আঘাত লাগবে।

কিছুক্ষণ বসে রইলেন নিমাইবাবু। কাজের ছেলেটা খাবার দিয়ে গেল। হরনাথবাবু দু-বার ঘুরে গেলেন। লক্ষ করলাম, নিমাইবাবুকে দেখেও যেন দেখলেন না। আরও লোকজন আসছে। নিমাইবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ নিমাইবাবু বললেন, এ পাড়ায় যখন প্রথম আসি, তখন ক-টাই বা দোকান ছিল এখানে। এত মানুষের ভিড় ছিল না। চোখের সামনে দেখলাম সব কিছু গড়ে উঠল। একটু একটু করে অনেক কিছু পালটেও গেল। তখন লেটার প্রেসে পর পর টাইপ সাজিয়ে ছাপা হত। কত সময় লাগত। এখন কমপিউটারে কত অল্প দিনে গোটা বইটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

হাসতে হাসতে বললাম, শুনছি বাইরের দেশে না কি এমন কমপিউটার আছে, তাতে লেখা দিলে বানান, দাঁড়ি, কমা সব নির্ভুল হয়ে বেরিয়ে আসে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন নিমাইবাবু। কিছুক্ষণ ঝ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, যদি আমার সময়ে এই মেশিনটা থাকত, তাহলে আমাকে আর প্রফরিডারি করে বেঁচে থাকতে হত না। অন্য একটা ভালো চাকরি করতাম।

তারপর মাসখানেক আর নিমাইবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি। একদিন হরনাথবাবুকে জিজেস করেছিলাম, নিমাইবাবু আর আসেন না?

— মাঝারি একদিন এসেছিলেন। ওঁকে নিয়ে আর চলছে না। সেই আদিকালের ভাবনাচিন্তা। দাঁড়ি, কমা, ফুলস্টপ, কোলন, সেমিকোলন, হস্ত বিসর্গ কোনো কিছুর এদিক ওদিক হওয়ার উপায় নেই। সবাই বিরক্ত হয়। আরে বাবা লোকে গল্প-উপন্যাস পড়বে, কোথায় কমা পড়ল না, না সেমিকোলন পড়ল— ওসব কেউ দেখে না। এবার ভাবছি আপনার বইটা অন্য লোককে দেব।

কিছু বলার ছিল না। লেখার কাজটা আমার। বাকিটা প্রকাশকের। সেখানে অনধিকার চর্চা না করাই ভাল।

L ১

lignment

কয়েকদিন পর শ্যামবাজারে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছি। দুপুরে খাওয়ার নেমস্তন।
বিকেলবেলায় ফিরে আসছি। হঠাৎ দেখি নিমাইবাবু সেই ধৃতি-শার্ট পরা। মুখে খোঁচা
খোঁচা দাঢ়ি।

— এ দিকে কোথায় ?
— এক বন্ধুর বাড়ি নেমস্তন ছিল। আপনি ?
— এখানেই তো আমার বাড়ি। এই গলিটার শেষে। এত কাছে এসে গরিবের
বাড়িতে পায়ের ধূলো দেবেন না ?

কিছু কাজ ছিল, তবুও না বলতে পারলাম না।
— চলুন।

নিমাইবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

— জানেন সারা জীবন ধরে লেখকদের সঙ্গে কাজ করছি। কিন্তু এই প্রথম
কোনো লেখককে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে পারলাম।

দুটো গলি পার হয়ে পুরোনো আমলের দোতলা বাড়ি। নিমাইবাবুর মতোই
বয়সের ভাবে জীৱণ। কতকাল মেরামত হয় না কে জানে।

উঠোন পেরিয়ে ভেতর চুকলাম। পায়রার খোপের মতো খুপরি খুপরি ঘর।
সময়ের সঙ্গে সংসার বেড়েছে, মানুষ বেড়েছে। ঘর বাড়েনি। চারদিকে হইচই।

নিমাইবাবুর পিছনে শেষের দিকের একটা ঘরে চুকলাম। মাঝারি আকারের ঘর।
জানলা খুলে দিতেই এক চিলতে আলো এসে ঘরের মধ্যে পড়ল। একগাশে পুরোনো
আমলের খাট পাতা।

তার উপর পাতলা তোশক আর চাদর। চাদরের রং উঠে আসল রং হাসিয়ে
গিয়েছে। ভাঙা কাঠের তাক, টুকটাক জিনিসপত্র, দুটো টিনের বাক্স। দেওয়ালের গায়ে
দড়ি টাঙানো তাতে গোটা কয়েক জামা-কাপড় ঝুলছে। সর্বাই দারিদ্র আর আভাবের
স্পষ্ট চিহ্ন। তান্ডাতাড়ি চৌকির তলা থেকে একটা টুল বার করে দিলেন নিমাইবাবু।

— একা মানুষের ঘর, বুঝতেই তো পারছেন না।
— এটা কি আপনার নিজের বাড়ি ?
— পৈতৃক বাড়ি। বারো ঘর, এক উঠোন। আমার ভাগে এই একখানা ঘর।
— আর সবাই...
— বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইরা চাকরি পেয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে।
আচ্ছা আপনার বইটা বোধহয় হরবাবু অন্য কাউকে দেবেন ?

সবই জানতাম, তবু বললাম, আমি ঠিক জানি না।

কিছুক্ষণ চুপ করে নিমাইবাবু বললেন, জানেন, মাঝে মাঝে বড়ো দুঃখ হয়। সারা
জীবন সাহিত্যের সেবা করে কী পেলাম। আপনি তো লেখক। বলুন তো, লেখার
সময় সব কিছু কি ঠিক লিখতে পারেন ?

নিমাইবাবু কথা দ্বীকার করতেই হল।



ধীস নির্দেশ

বৈরেখ (মা

>

L ১

(5)

A. G E

d more wo
omprehens
r span of
ir fixation.ards are
needs.

B. P U R

iority of se
lade about
is then the

n is /

standard co
interest t
ublishers.

— সেইসব ভুল আমরা ধরে ধরে সংশোধন করি। জীবনে কখনো কাজে ফাঁকি দিইনি। লেখকের যে-বই হাজার হাজার পাঠকের কাছে পৌঁছয়, তার পিছনে আমাদের অবদানটুকু কম নয়। কিন্তু কেউ কি আমাদের কথা স্মীকার করে? বইতে লেখকের নাম থাকে, প্রকাশকের নাম থাকে, শিল্পীর নাম থাকে, ছাপাখানা, এমনকী বাইবারের নামও কোথাও কোথাও থাকে, কিন্তু প্রফরিডারের নাম কখনো দেখেছেন?

খারাপ লাগছিল, তবুও বলতেই হল, কখনো দেখিনি। বড়ো করণ বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল নিমাইবাবুর মুখে। বললাম, বিয়ে-ঠাকুরেন্ন!

— প্রফ দেখে যা পাই, একার পেটই ভাল করে চলে না। মাঝখান থেকে যে-মেয়েটাকে সংসারে নিয়ে আসতাম, তারও কষ্ট হত। তাই আর সংসার পাতা হল না।

— প্রফ দেখে কত পান?

— আগে পাতা প্রতি কুড়ি পয়সা, এখন দু-টাকা পাই।

— অন্য কোনো কাজ করলে এর চেয়ে অনেক বেশি পয়সা পেতেন।

— চেষ্টা করলে হয়তো ভালো কাজ পেতাম, প্রথম থেকেই কাজটা এত ভালো লেগে গিয়েছিল, কোথাও আর মন বসাতে পারলাম না। বিভুতিভূযণ একবার আমাকে বলেছিলেন— অন্যে না বুঝুক, আমরা বুঝি। মায়ের সঙ্গে সন্তানের মতো লেখকের সঙ্গে প্রফরিডারও এক হয়ে আছে।

মাথা নীচু করে বললাম, আমরা তো কেউ বিভুতিভূযণের মতো আত বড়ো মনের মানুষ নই, তাই বোধহয় আপনাদের সম্মান দিতে পারিনা।

নিমাইবাবু কোনো জবাব দিলেন না। সঙ্গে হয়ে এসেছিল। উঠে দাঁড়ালাম।

— আজ আসি, আর একদিন এসে পুরোনো দিনের গল্প শুনব।

— আপনি প্রথম দিন এলেন, চা খাওয়াতে পারলাম না। জনতায় একটুও তেল নেই।

সাস্তনা দিয়ে বললাম, পরে যেদিন আসব সোনিন খাওয়াবেন।

হরনাথবাবুকে বলে আমার উপন্যাসের কাজটা নিমাইবাবুকে দিলাম। ইচ্ছে ছিল নিমাইবাবুকে না জানিয়ে তাঁর নামটা বইতে ছাপিয়ে দেব। অনিচ্ছা সঙ্গেও হরনাথবাবু রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর মাসখানেক আর নিমাইবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি।

পুজো এসে গিয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায় পুজো প্যান্ডেল বাঁধার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কলেজ স্টিট পাড়াতেও আসর জমজম করছে। নতুন কত বই বার হবে। কুমোরটুলির প্রতিমার মতো শেষ টান চলেছে। বই ছাপা হয়ে, বাইবিংখানায় জমা পড়তে আরম্ভ করেছে। দোকানে দোকানে পত্র-পত্রিকা আসতে শুরু করেছে।



ID EXAM

?

her dismay]
ie princip
isdom: anc
understan
s should
mark ✓
1 to intro
k.
10's intere
Proof cc

9



E R A L —

per minute
when you
recognition,
and reduce

repared to

আমার বই-এর কাজ শেয়। হরনাথবাবুর দোকানে গিয়েছি। কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন। ইশ্বারায় বসতে বললেন। কথা শেয় করে আমার দিকে তাকালেন।

- সব পত্রিকায় এবার আপনার নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপন দিচ্ছি।
- কবে বই বার হচ্ছে?
- সামনের সপ্তাহে ছাপা হলে, পুজোর আগেই বই বার হয়ে যাবে।
- নিমাইবাবুর নামটা আছে তো?
- ওই পাতাটা এখনও ফাইনাল হয়নি। বড় কাজের চাপ, দু-চার দিনের মধ্যেই ফাইনাল হয়ে যাবে। ও, ভালো কথা, নিমাইবাবু শরীরটা খুব খারাপ। দিন কয়েক আগে একটা ছেলে এসেছিল। কিছু কাগজপত্র ছিল, সেগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন।
- এখন কেমন আছেন?
- জানি না। সারা জীবন ধরে যে-ভাইদের দেখেছেন, বোনেদের বিয়ে দিয়েছেন, তারাও এখন কেউ খোঁজ নেয় না।
- মানুষটাকে দেখলে বড়ো মায়া হয়।

হরনাথবাবু কোনো জবাব দেবার আগেই ফোন বেজে উঠল। এখন তাঁর অনেক কাজ। কথা বলবার সময় সত্যিই কম।

কলেজ স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে ট্রাম ধরলাম। সোজা শ্যামবাজার। আগেরবার নিমাইবাবু আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। দু-তিনটে গলি পেরিয়ে তাঁর বাড়ি। ঠিক করতে পারছিলাম না। দু-একজনকে জিজ্ঞেস করতেই একটা ছেলে বলল, চলুন আমি নিমাইজেঠুর বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

- তুমি চেনো?
- আমি তো ওঁর সামনের বাড়ি থাকি। জেঠুর খুব শরীর খারাপ।
- কী হয়েছে?
- জানি না।
- পরশুদিন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। আমি রিকশা ডেকে এনেছিলাম।
- বাড়ির সামনে আসতেই চিনতে পারলাম। দরজা খোলা ছিল। ছেলেটা আমাকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।
- চৌকির উপর শুয়েছিলেন নিমাইবাবু। খালি গা। একপলক দেখে মনে হল জীবন্ত এক কক্ষাল। বুকের প্রতিটি পাঁজরা গোনা যাচ্ছে। চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে। আমাকে দেখেই আস্তে আস্তে উঠে বসলেন।

OK

text and
instead of ✓

✓

③

;

—

—

—

—

—

—

- আসুন। আজ সকাল থেকে আপনার কথা বড় মনে হচ্ছিল।
- দুপুরে হরনাথবাবুর কাছে গিয়ে শুনলাম আপনার শরীর খারাপ। এখন কেমন আছেন।
- ভালো নয়। বুকের মধ্যে সবসময় কষ্ট হচ্ছে।
- ডাঙ্কার কী বলল?
- একগাদা পরীক্ষা আর বড়ো ওষুধের লিস্ট বানিয়ে দিল। অত টাকা কোথায় পাব বলুন।
- কিন্তু চিকিৎসা তো করতে হবে।
- কাল ভাইরা এসেছিল। বলল হাসপাতালে ভর্তি করে দেবে।
- তারা ঠিকই বলেছে। এখানে আপনাকে দেখার কেউ নেই। হাসপাতালে গেলে ভাল হয়ে উঠবেন।
- আমি আর কোনোদিনই ভালো হব না। ওপারে যাওয়ার ডাক শুনতে পাচ্ছি। জানেন আপনার এবারের উপন্যাসটা আগের সব লেখার চেয়ে ভালো হয়েছে। আর একটাও বানান ভুল নেই।
- সব আপনাদের শুভেচ্ছা।
- কোনো জবাব দিলেন না নিমাইবাবু। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। মনে হল তিনি যেন অন্য এক জগতে রয়েছেন। হঠাৎ হাতটা ধরে বললেন, সেদিন একটা ছেলে এসেছিল। বাবা নেই। বড়ো সংসার। বলল দু-জায়গায় প্রফুল্ল দেখার কাজ করছি। ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে বলি, তুই এ কাজ ছেড়ে দে। এতে পয়সা নেই, সশ্রান্ত নেই। বই ছাপা হলে একখানা বই আমরা পাই না। সামান্য কৃতজ্ঞতাটুকু জানানোর কেউ নেই। সারা জীবনে শুধু অন্যের ভুল শেওধারাতে নিজের গোটা জীবনের হিসেবটা ভুল হয়ে যাবে।
- কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন নিমাইবাবু। পিঠ হাত দিয়ে বললাম, এবার চুপ করছন। আমি পরে এসে আপনার খোঁজ নিয়ে যাব। ফলগুলো রেখে গেলাম। খাবেন।
- নিমাইবাবুর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। হাসপাতালে ভর্তি হবার পরের দিনই মারা গিয়েছিলেন। আমি খবর পেয়েছিলাম এক দিন পর।
- পঞ্চমীর দিন আমার বই বার হল। হরনাথবাবু বললেন, নিমাইবাবুর নামটা আর রাখিনি। মারাই তো গেলেন। নাম ছাপিয়ে কী হবে।

আকাশে বাতাসে আগমনীর আবাহন চলেছে। চারদিকে খুশির জোয়ার। বইটা নিয়ে কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে দিয়ে যেতে চোখে পড়ল সেই বেঞ্চিটা, যেখানে নিমাইবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ হরনাথবাবুর কথাটা মনে পড়ল। সত্যিই তো একজন প্রফরিডারের নাম বইতে ছাপিয়ে কী হবে। তার কাজ তো শুধু দেওয়ার, পাওয়ার তো কিছু নেই।

প্রচফ দেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক

শ্রীযুক্ত জীবনময় রায়

কল্যাণীয়ে

দাঙ্গিলীং

প্রফে তুমি যে যে জায়গা নির্দেশ করে দিয়েচ সেগুলো প্রশংসক্তের যোগ্য সন্দেহ নেই। তবে কেন মূল সংস্করণে তার ক্রটি দেখাচ তার একটু ইতিহাস আছে। একদা আমার মনে তর্ক উঠেছিল-যে চিঙ্গুলো ভাষার বাইরের জিনিয়, সেগুলোকে অগত্যার বাইরে ব্যবহার করলে ভাষার অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়। যেমন, লাঠিতে ভর কোরে চললে পায়ের পরে নির্ভর কমে। প্রাচীন পুঁথিতে দাঁড়ি ছাড়া আর কোনো উপসর্গ ছিল না, ভাষা নিজেরই বাক্যগত ভঙ্গী দ্বারাই নিজের সমস্ত প্রয়োজন-সিদ্ধি করত। এখন তার এত বেশি নোকর চাকর কেন। ইংরেজের ছেলে যখন দেশে থাকে তখন একটি মাত্র দাসীতেই তার সব কাজ চলে যায়। ভারতবর্ষে এলেই তার চাপরাসী হরকরা বেহারা বাট্লার চোপদার জমাদার মালী মেথর ইত্যাদি কত কি। আমাদের লিখিত ভাষাকেও এইরকম হাকিমী সাহেবিয়ানায় পেয়ে বসেচ। “কে হে তুমি” বাকটাই নিজের প্রশংস্ত হাঁকিয়ে চলেচে তবে কেন ওর পিছনে আবার একটা কুঁজ-ওয়ালা সহিস। সব চেয়ে আমার খারাপ লাগে বিস্ময়ের চিহঃ। কেননা বিস্ময় হচে একটা হৃদয় ভাব— লেখকের ভাষায় যদি সেটা স্বতই প্রকাশিত না হয়ে থাকে তাহলে একটা চিহ্ন ভাড়া করে এনে দৈন্য ঢাকবে না। ও যেন আঘীয়ের মৃত্যুতে পেশাদার শোকওয়ালির বুকচাপড়ানি। “আহো, হিমালয়ের কী অপূর্ব গান্তীর্য।” এর পরে কি ঐ ফৌটা-সওয়ারি দাঁড়িটার আকাশে তজনী নির্দেশের দরকার আছে— (রোসো, প্রশ্নচিহ্নটা এখানে না দিলে কি তোমার ধৰ্ম লাগবে (?))। কে, কি, কেন, কার, কিসে, কিসের, কত প্রভৃতি এক বাঁক অব্যয় শব্দ তো আছেই তবে চিহ্নের খোসামুদি করা কেন। “তুমি তো আচ্ছা লোক” এখানে “তো”— ইঙ্গিতের পিছনে আরো একটা চিহ্নের ধাক্কা দিয়ে পাঠককে ডব্লু “রোজ রোজ যে দেরি করে আসো” এই বাক্যবিন্যাসেই কি নালিশের যথেষ্ট জোর পৌঁছল না। যদি মনে করো অর্থটা স্পষ্ট হোলো না তাহলে শব্দযোগে অভাব পূরণ করলে ভাষাকে বৃথা ঝণী করা হয় না,— যথা, “রোজ রোজ বড়-যে দেরি কোরে আসো।” মুক্ষিল এই যে পাঠককে এমনি চিহ্ন-মৌতাতে পেয়ে বসেচে, ওগুলো না দেখলে তার চোখের তার থাকে না। লক্ষাবাটা দিয়ে তরকারী তো তৈরি হয়েচেই কিন্তু সেই সঙ্গে একটা আস্ত লক্ষ দৃশ্যমান না হলে চোখের বালে মিলনাভাবে বাঁকটা ফিকে বোধ হয়।



t̪ t̪h̪ t̪h̪
t̪ / e̪ / ɔ̪ / ɔ̪
L̪ A̪ R̪

লং প্ৰত্ৰুৎ মং বিং প্ৰ
ড় উ র

ବାଂ

ହେଦ ଚିହ୍ନଗୁଲୋ ଆର ଏକ ଜାତେର । ଅର୍ଥାଏ ସତି-ସଙ୍କେତ ପୂର୍ବେ ଛିଲ ଦଣ୍ଡହାତେ ଏକାଧିପତ୍ୟ-ଗର୍ବିତ ସୀଥେ ଦାଁଡି— କଥିଲେ ବା ଏକଳା ଦୋକଳା । ଯେନ ଶିବେର ତପୋବନଦାରେ ନନ୍ଦୀର ତଜ୍ଜନୀ । ଏଥନ ତାର ସଙ୍ଗେ ଜୁଟେ ଗେଛେ ବାଁକା କୁଦେ କୁଦେ ଅନୁଚର । କୁକୁରବିହୀନ ମଙ୍ଗୁଚିତ ଲ୍ୟାଜେର ମତୋ । ସଥନ ଛିଲ ନା ତଥନ ପାଠକେର ଆନ୍ଦାଜ ଛିଲ ପାକା, ବାକ୍ୟପଥେ କୋଥାଯ କୋଥାଯ ବାଁକ ତା ସହଜେ ବୁଝେ ନିତ । ଏଥନ କୁଁଡ଼େମିର ତାଗିଦେ ବୁଝେ ଓ ବୋବେ ନା । ସଂକ୍ଷିତ ନାଟକେ ଦେଖେ ରାଜାର ଆଗେ ଆଗେ ପ୍ରତିହାରୀ ଚଲେ— ଚିରାଭ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତଃପୂରେର ପଥେଓ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ହେଁକେ ଓଠେ, “ଏହି ଦିକେ” “ଏହି ଦିକେ” । କମା ସେମିକୋଲନଗୁଲୋ ଅନେକଟା ତାଇ ।

ଏ ମୋହ କାଦିନ ଥାକେ ଏ ମାୟା ମିଲାଯ
କିଛୁତେ ପାରେ ନା ଆର ବାଁଧିଯା ରାଖିତେ
କୋମଲ ବାହର ଡୋର ଛିମ ହେଁ ଯାଯ
ମଦିରା ଉଥିଲେ ନାକୋ ମଦିର ଆଁଖିତେ ।

ଏଥାନେ ସଂକ୍ଷିତ ଶ୍ଲୋକ-ଲିଖନେର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକମାତ୍ର ଦାଁଡି ଚିହ୍ନ ଫେଲା ଗେଲ ଚତୁର୍ଥଛତ୍ରେର ଶେଷେ । ତାତେ କି ବୁଝାତେ ବାଧା ପେଲେ । ଚୋଥଟା ଅଭ୍ୟନ୍ତ ଖୁଟିଗୁଲୋକେ ଖୁଜେ ମରେ ପ୍ରୋଜନ ନା ଥାକ୍ଲେନେ । ତୁମି ହେତୁ ବଲବେ ପଦ୍ମେର ନିୟମେ ଲାଇନ ଭାଗ କରେ ଲିଖେଚି ବଲେ ଅସୁବିଧେ ହେଯନି । କଥାଟି ସତ୍ୟ । ପୁରୋନୋ ପୁଣ୍ୟତେ ଦେଖେଚି ସମପଞ୍ଜିତେ ଲେଖବାର ସମୟ ଛନ୍ଦେର ଯତି ଅନୁସାରେ ପତ୍ୟେକ ଭାଗେଇ ଦାଁଡିର ବ୍ୟବହାର ଚଲେ । ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖାଟା ହବେ ଏହି ରକମ—

ଏ ମୋହ କାଦିନ ଥାକେ ଏ ମାୟା ମିଲାଯ । କିଛୁତେ ପାରେ ନା ଆର ବାଁଧିଯା ରାଖିତେ ।
କୋମଲ ବାହର ଡୋର ଛିମ ହେଁ ଯାଯ । ମଦିରା ଉଥିଲେ ନାକୋ ମଦିର ଆଁଖିତେ ।

— ଏତେ ବୁଝାତେ କିଛୁଟି ବାଧେ ନା କେବଳ ଅଭ୍ୟାସେ ବାଧେ । ଶେମୋକ୍ତ ବାକ୍ୟଟାତେ
“ବାଧେ ନା” ଶଦେର ପରେ ଏକଟା କମା ଦିତେ ବୋଁକ ହେଁ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ନା ଦିଇ ନାଲିଶ
କରବେ କି ।

ଏକଦିନ ଚିହ୍ନପ୍ରୟୋଗେ ମିତବ୍ୟାଯେର ବୁଦ୍ଧି ସଥନ ଆମାକେ ପେଯେ ବସେଛିଲ ତଥନଇ
ଆମାର କାବ୍ୟେର ପୁନଃସଂକ୍ରାନ୍ତକାଳେ ବିସ୍ମୟସଙ୍କେତ ଓ ପ୍ରକ୍ଷସଙ୍କେତ ଲୋପ କରତେ ବସେଛିଲୁମ ।
ପ୍ରୌଢ ଯତିଚିହ୍ନ ସେମିକୋଲନକେ ଜବାର ଦିତେ କୁଣ୍ଡିତ ହେଇନି । କିଶୋର କମା-କେ କ୍ଷମା
କରେଛିଲୁମ, କାରଣ, ନେହାଂ ଥିବକିର ଦରଜାଯ ଦାଁଡିର ଜମାଦାରୀ ମାନାନସାଇ ହେଁ ନା । ଲେଖାଯ
ଦୁଇ ଜାତେର ଯତିଇ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏକଟା ବଡ଼ୋ ଏକଟା ଛୋଟୋ । ମୁକ୍କା ବିଚାର କରେ ଆରୋ ଏକଟା
ଯଦି ଆନ୍ତୋ ତାହଲେ ଅତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର କରେ ଭାଗ ଆରୋ ଅନେକ ବାଢ଼ବେ ନା କେନ ।

ଅତଏବ ଆମାର ନିୟମେ ଯଦି ଛାପାତେ ଚାଓ ତାହଲେ ଏହି ରକମ ଦାଁଡାବେ—

ଏ ମୋହ କାଦିନ ଥାକେ ଏ ମାୟା ମିଲାଯ,
କିଛୁତେ ପାରେ ନା ଆର ବାଁଧିଯା ରାଖିତେ,
କୋମଲ ବାହର ଡୋର ଛିମ ହେଁ ଯାଯ,
ମଦିରା ଉଥିଲେ ନାକୋ ମଦିର ଆଁଖିତେ ।

କେହ କାରେ ନାହିଁ ଚନେ ଆଁଧାର ନିଶାୟ ।
 ଫୁଲ-ଫୋଟା ସାଙ୍ଗ ହଲେ ଗାହେ ନା ପାଖିତେ ।
 କୋଥା ସେଇ ହାସିପ୍ରାନ୍ତ ଚୁଦ୍ଧନାୟିତ
 ରାଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପଟୁଳୁ ଯେନ ପ୍ରସ୍ଫୁଟ ଅଧର,
 କୋଥା କୁସ୍ମିତ ତନୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବିକଶିତ
 କମ୍ପିତ ପୁଲକଭାରେ ଯୌବନକାତର ।
 ତଥନ କି ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ ବ୍ୟାକୁଲତା
 ସେଇ ଚିର-ପିପାସିତ ଯୌବନେର କଥା
 ସେଇ ପ୍ରାଣପରିପର୍ମ ମରଣ ଅନଳ,
 ମନେ ପଡ଼େ ହାସି ଆସେ, ଚୋଖେ ଆସେ ଜଳ ।

ଏକଟା କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋରୋ, ସେଥାନେ “ସେଇ” ସର୍ବନାମ ଶଦେର ପୁନର୍ଭକ୍ତି ଆଛେ
 ସେଥାନେ “କମା” ର ପ୍ରୋଜନ ବୋଧ କରିନି ।

କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପାଠକେର ପ୍ରତିନିଧିଷ୍ଠରନ ହୟ ତୁମି ଯଦି ଆଧୁନିକ ଚିହ୍ନଗୁଲୋ ବ୍ୟବହାର
 କରୋ ଆମି ନାଲିଶ କରବ ନା— କେବଳ ବିଶ୍ୱାସିତିହୁ ନୈବ ନୈବ ଚ । ଏହି ସଙ୍ଗେ ବଲେ ରାଖି
 ଉକ୍ତ କବିତା ଥେକେ “କମା”-ଗୁଲୋକେ ଯଦି ଆଗାଗୋଡ଼ାଇ ଉପଡ଼ିଯେ ଫେଲୋ ତାହଲେ ଓ
 କୃତି ହୟ ନା ।

ଚିହ୍ନେର ଉପର ବେଶି ନିର୍ଭର ଯଦି ନା କରି ତବେ ଭାସା ସମସ୍ତେ ଅନେକଟା ସତର୍କ ହତେ
 ହୟ । ମନେ କରୋ କଥାଟା ଏହି :— “ତୁମି ଯେ ବାବୁଯାନା ସୁର୍କ କରେଚ ।” ଏଥାନେ ବାବୁଯାନାର
 ଉପର ଠେସ ଦିଲେ କଥାଟା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ହୟ— ଓଟା ଏକଟା ଭାଙ୍ଗ ପ୍ରଶ୍ନ— ପୁରିଯେ ଦିଲେ ଦାଁଡାୟ
 ଏହି, “ତୁମି ଯେ ବାବୁଯାନା ସୁର୍କ କରେଚ ତାର ମାନେଟା କି ବଲ ଦେଖି ।” “ଯେ” ଅବ୍ୟଯ ପଦେର
 ପରେ ଠେସ ଦିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ । “ତୁମି ଯେ ବାବୁଯାନା ସୁର୍କ କରେଚ ।” ପ୍ରଥମଟାତେ ପ୍ରଶ୍ନ
 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟାତେ ବିଶ୍ୱାସିତିହୁ ଦିଯେ କାଜ ସାରା ଯାଇଁ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚିହ୍ନ ଦୁଟୋ ନା ଥାକେ
 ତାହଲେ ଭାସାଟାକେହି ନିଃମଦିନ୍ଧିକ କରେ ତୁଳତେ ହୟ । ତାହଲେ ବିଶ୍ୱାସୂଚକ ବାକ୍ୟଟାକେ ଶୁଧାରିଯେ
 ବଲତେ ହୟ— ‘ଯେ-ବାବୁଯାନା ତୁମି ସୁର୍କ କରେଚ ।’

ଏହିଥାନେ ଆର ଏକଟା ଆଲୋଚ୍ୟ କଥା ଆଛେ । ପ୍ରଶ୍ନ-ସୂଚକ ଅବ୍ୟଯ “କି” ଏବଂ ସର୍ବନାମ
 “କି” ଏବଂ “କି” ଉଭୟେର କି ଏକ ବାନାନ ଥାକୁ ଉଚିତ । ଆମର ମତେ ବାନାନେର ଭେଦ
 ଥାକା ଆବଶ୍ୟକ । ଏକଟାତେ ହୃଦୟେ ଦୀର୍ଘ ଦିଲେ ଉଭୟେର ଭିନ୍ନ ଜାତି ଏବଂ
 ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବୋବାବାର ସୁବିଧା ହୟ । “ତୁମି କି ରାଁଧଚ” “ତୁମି କି ରାଁଧଚ”— ବଲା ବାହ୍ୟ
 ଏଦୁଟୋ ବାକ୍ୟେର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । ତୁମି ରାଁଧଚ କିମା, ଏବଂ ତୁମି କୋନ୍ ଜିନିଯ ରାଁଧଚ, ଏ ଦୁଟୋ
 ପ୍ରଶ୍ନ ଏକଇ ନାହିଁ, ଅର୍ଥଚ ଏକ ବାନାନେ ଦୁଇ ପ୍ରୋଜନ ସାରତେ ଗେଲେ ବାନାନେର ଖରଚ ବାଚିଯେ
 ପ୍ରୋଜନେର ବିଶ୍ୱାସଟାନୋ ହବେ । ଯଦି ଦୁଇ “କି”-ଏର ଜନ୍ୟେ ଦୁଇ ଇକାରେର ବରାଦ୍ଦ କରତେ
 ନିତାନ୍ତି ନାରାଜ ଥାକେ ତାହଲେ ହାଇଫେନ୍ ଛାଡ଼ା ଉପାୟ ନେଇ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ:— “ତୁମି କି
 ରାଁଧଚ” ଏବଂ “ତୁମି କି-ରାଁଧଚ” । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାକୁ ।

ଇତି ୫ ନବେନ୍ଦ୍ର, ୧୯୩୧ ।

#>

ALIGN M

TABLE I

SYMBOL

In the Marg.

(3)

TYPE - C



II

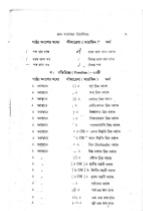
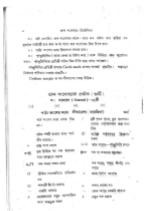
দুই

শ্রীজীবনময় রায়

কল্যাণীয়েষু

আমার প্রফ-সংশোধনপ্রণালী দেখলেই বুঝতে পারবে আমি নিরঞ্জনের উপাসক—চিহ্নের উৎপাত সহিতে পারিনে। প্রশাস্ত যাকে ইলেক বলে (কোন্ ভাষা থেকে পেলে জানিনে) তার ওন্দত্য হাস্যকর অথচ দুঃসহ। অসমাপিকা ক'রে ব'লে প্রভৃতিতে দরকার হতে পারে কিন্তু “হেসে” “কেঁদে”—তে একেবারেই দরকার নেই। “করেছে বলেছে”—তে ইলেক চড়িয়ে পাঠকের চোখে খোঁচ দিয়ে কী পুণ্য অর্জন করবে জানিনে। করবে চলবে প্রভৃতি স্বতঃস্মৃতি শব্দগুলো কী অপরাধ করেছে যে ইলেককে শিরোধার্য করতে তারা বাধ্য হবে। “যার”—“তার” উপর ইলেক চড়াওনি বলে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পাছে হল এবং হ'ল শব্দে অর্থ নিয়ে ফৌজদারী হয় সেজন্য ইলেকের বাঁকা বুঢ়ো আঙুল না দেখিয়ে অকপটচিন্তে হোলো লিখতে দোষ কী। এ ক্ষেত্রে ঐ ইলেকের ইসারাটার কী মানে তা সকলের তো জানা নেই। হোলো শব্দে দুটো ওকার ধ্বনি আছে—এক ইলেক কি এ দুটো অবলাকেই আস্তপুরে অবগুষ্ঠিত করেছেন। হতে ক্রিয়াপদ যে-অর্থ স্বভাবতই বহন করে তা ছাড়া আর কোনো অর্থ তারপরে আরোপ করা বঙ্গভাষায় সম্ভব কিনা জানিনে অথচ এ ভালোমানুষকে দাগীরাপে চিহ্নিত করা ওর কোন্ নিয়তির নির্দেশে। স্তুতিপরে পালক্ষপরে প্রভৃতি শব্দ কানে শোনবার সময় কোনো বাঙালীর ছেলে ইলেকের অভাবে বিপন্ন হয় না, পড়বার সময়েও স্তুতি পালক্ষ প্রভৃতি শব্দকে দিন মুহূর্তে প্রভৃতি কালার্থক শব্দ বলে কোনো প্রকৃতিস্থ লোকের ভুল করবার আশঙ্কা নেই। “চলবার” “বলবার” “মরবার” “ধরবার” শব্দগুলি বিকল্পে দিতীয় কোনো অর্থ নিয়ে কারবার করে না। তবু তাদের সাধুত্ব রক্ষার জন্যে ল্যাজগুটোনো ফেঁটার ছাপ কেন। তোমার প্রফে দেখলুম “হয়ে” শব্দটা বিনা চিহ্নে সমাজে চলে গেল অথচ “ল'য়ে” কথাটাকে ইলেক দিয়ে লজ্জিত করেছ। পাছে সঙ্গীতের লয় শব্দটার সঙ্গে ওর অধিকার-ভেদ নিয়ে মামলা বাধে এই জন্যে। কিন্তু সে রকম সুদূর সম্ভাবনা আছে কি। লাখে যদি একটা সম্ভাবনা থাকে তারি জন্যে হাজার হাজার নিরপরাধকে দাগা দেবে। কোন্ জয়গায় এ রকম বিপদ ঘটতে পারে তার নমুনা আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। যেখানে যুক্ত ক্রিয়াপদে অসমাপিকা থাকে সেখানে তার অসমাপ্তি সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা থাকতে পারে না। যেমন, বলে ফেল, করে দাও ইত্যাদি। অবশ্য করে দাও মানে হাতে দাও হতেও পারে কিন্তু সমগ্র বাক্যের যোগে সে রকম অর্থদ্বৈত হয় না—যেমন কাজ করে দাও। “বলে ফেল” কথাটাকে খণ্ডিত করে দেখলে আর একটা মানে কল্পনা করা যায়, যথা, কেউ একজন বলে, “ফেল”। কিন্তু আমরা

space is :

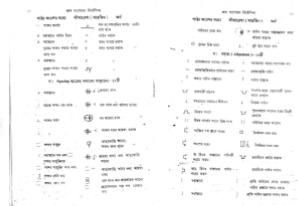
J across let
taken outenclosing
be altered
() enclosing
be altered
()

৭

The
in the
theSir,
me
fineLie
wo
It
a
stSf
or
re

#>

(U) □ ← →



PACING

৭

৭ # ৭

তো সব প্রথমভাগ বর্ণপরিচয়ের টুক্রো কথার ব্যবসায়ী নই। “তুমি বলে যাও” কথাটা স্বতই স্পষ্ট, কেবল দুর্দেবত্বমে, তুমি বল্ল নাচে যাও এমন মানে হতেও পারে সেই কঠিং দুর্যোগ এড়াবার জন্যে eternal punishment কি দয়া কিস্ম ন্যায়ের পরিচায়ক। “দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন”— সমস্ত বাংলা দেশে যত পাঠশালায় যত ছেলে আছে পরীক্ষা করে দেখ একজনেরও ইলেকের দরকার হয় কি না, তবে কেন তুমি না-হক্মদ্বাকরকে পীড়িত করলে। তোমার প্রফে তুমি ক্ষুদে ক্ষুদে চিহ্নের ঝাঁকে আমার কাব্যকে এমনি আচ্ছম করেছ যে তাদের জন্য মশারি ফেলতে ইচ্ছে হয়। আমার প্রফে আমি এর একটা ও ব্যবহার করিনি— কেননা জানি বুবাতে কাশাকড়ি পরিমাণও বাধে না। জানি আমার বইয়ে নানা বানানে চিহ্নপ্রয়োগের নানা বৈচিত্র্য ঘটেচে— তা নিয়েও আমি মাথা বকাইনে— যেখানে দেখি অর্থবোধে বিপন্নি ঘটে সেখানে ছাড়া এইদিকে আমি দৃকপাতও করিনে। প্রফে যত আনাবশ্যক সংশোধন বাড়াবে ভুলের সন্তানা ততই বাঢ়বে— সময় নষ্ট হবে, তার বদলে লাভ কিছুই হবে না। ততো যতো শব্দে ওকার নিতান্ত অসঙ্গত। মতো সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা। মোটের উপর আমার বক্তব্য এই পাঠককে গোড়াতেই পাগল নির্বোধ কিস্ম আহেলাবেলাতি বলে ধরে নিয়ো না— যেখানে তাদের ভুল করবার কোনো সন্তানা নেই সেখানে কেবলি তাদের চোখে আঙুল দিয়ো না— চাপক্যের মতো চিহ্নের কুশাক্ষুরগুলো উৎপাটিত কোরো তাহলে বানানভীরু শিশুদের যিনি বিধাতা তাঁর আশীর্বাদ লাভ করবে।

আমি যে নির্বিচারে চিহ্নসূচ্যজ্ঞের জনমেজয়গিরি করতে বসেচি তা মনে কোরো না। কোনো কোনো স্থলে হাইফেন চিহ্নটার প্রয়োজন স্থিকার করি। অব্যয় “যে” এবং সর্বনাম “যে” শব্দের প্রয়োগভোবোবার জন্যে আমি হাইফেনের শরণাপন্ন হই। “তুমি যে কাজে লেগেছে” বল্লতে বোবায় তুমি আকর্মণ্য নও, এখানে “যে” অব্যয়। “তুমি যে কাজে লেগেছে” এখানে কাজকে নির্দিষ্ট করবার জন্য “যে” সর্বনাম বিশেষণ। প্রথম “যে” শব্দে হাইফেন দিয়ে “তুমি”-র সঙ্গে ও দ্বিতীয় “যে”-কে “কাজ” শব্দের সঙ্গে যুক্ত করলে অর্থ স্পষ্ট হয়। অন্যত্র দেখ,— “তিনি বললেন যে আপিসে যাও, সেখানে ডাক পড়েচে।” এখানে “যে” অব্যয়। অথবা তিনি বললেন “যে আপিসে যাও সেখানে ডাক পড়েচে।” এখানে “যে” সর্বনাম, আপিসের বিশেষণ। হাইফেন চিহ্নে অর্থভেদ স্পষ্ট করা যায়। যথা, “তিনি বল্লেন-যে আপিসে যাও, সেখানে ডাক পড়েচে।” এবং “তিনি বল্লেন যে-আপিসে যাও সেখানে ডাক পড়েচে।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

‘পরিচয়’, মাঘ ১৩৩৯

T
C. SPA
ace of the
e of each p
dominant.
in India.

ave found
t I am
an underst:
Should b
e flat.
es great ski
to a garage
s introduce
graphs, if th
ike this.

প্রচফ দেখা

পুলিনবিহারী সেন

THE MODERN REVIEW
120/2, Upper Circular Road,
CALCUTTA

১ আগস্ট ১৩৮৪

শ্রীচরণকমলেন্দু,

‘বানান-বিধি’ প্রবন্ধটির একটি প্রফ অনিলবাবুর নির্দেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত রাজশেখের বসু মহাশয়ের কাছে পাঠাইয়াছিলাম, যদি এ-সম্পর্কে তাঁহার কিছু বক্তব্য থাকে। তিনি নিজে এ-বিষয়ে কিছু লেখেন নাই, তবে বলিয়াছিলেন, আপনার নির্দেশ অনুসারে নৃতন মুদ্রিত বহিগুলিতে তিনি দ্বিত্ব লোপ করিয়া দিতেছেন, সুতরাং এই প্রবন্ধটিতেও দ্বিত্ব-লোপরীতি অনুসরণ করা দরকার। সেই অনুসারে সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছে। আপনার সংশোধিত প্রফ আসিবার আর সময় ছিল না, সুতরাং রাজশেখের বাবুর সংশোধিত প্রফ অনুসারে ছাপা হইয়াছে। তিনিও মুর্দ্দাগুলি কাটেন নাই। আপনার চিঠিটি আজ পাইয়াছি, গতকল্য প্রবাসী প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। আপনি প্রফ [প্রফে] যে-কথাগুলি মোগ করিয়া দিয়াছেন, ঐ কারণেই সেগুলি করা সম্ভব হয় নাই। আগামী সংখ্যায় এ-সম্বন্ধে ‘ভ্রম-সংশোধন’ আপনি ইচ্ছা করিলে ছাপা যাইতে পারে।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

সেবক

পুলিন

‘পুলিনবিহারী জন্মশতবার্ষিক শৰ্দার্ঘ্য’ (২০০৯)

প্রিয়বরেন্দু
লক্ষ্মী সবিসর্গ নহে। ২য় ফর্মার পেজপ্রফট।
অক্ষর, নির্ভুল হইল বলিয়া মনে প্রত্যয় হয় না। ত
বদ্ধ কিনা জানিনা (তাড়াতাড়ি আছে)
ক্ষেত্রে প্রফট প্রফট প্রফট



এ
পঢ়

তুলে লেখককে নাশ্বাতাম হাত
‘আর্কিটাইপোগ্রাফুস’-। পরিগত ই
স্টারলিফ জানাচ্ছেন: বাইরের প্রয়
ত্তুলগুলো সংশোধন করার যিনি
কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে

প্রফুল্ল দেখা

সুধানন্দনাথ দত্ত

এক

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার গুপ্ত মহাশয়ের সমীগে—
প্রিয়বরেষু,

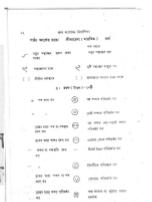
সংবর্তের পেজ প্রফুল্ল ফেরৎ পাঠালুম। এখনও ভুল আছে বলে আমি অত্যন্ত লজিত। আমার পক্ষে বলার কথা শুধু এইটুকু যে পাণ্ডুলিপি খুব তাড়াতাড়ি তৈরী করেছিলুম: তাই সর্বত্র বানানের সামরক্ষণ্য হয়েনি; এবং নিজের লেখার—বিশেষত পদ্যের-প্রফুল্ল নিজে সংশোধন না করে উপায় নেই, আবার করলেও বিপদ। সেইজন্যে আবশ্যিক ও নারকী যে ‘আবশ্যিক’ ও ‘নারকী’ রূপে ছাপা হয়ে যাচ্ছে, তা আপনাদের প্রফুল্ল বিভাগ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমার চোখেই পড়েনি। আশা করি বাকী প্রফুল্ল যা আমাকে এড়িয়ে গেছে, তা আপনাদের এড়াতে পারবে না।

অন্য জিজ্ঞাসার জবাব এই: ‘প্রামাণ্য’ ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য হিসাবে সংস্কৃতে ব্যবহৃত বলে আমার বিশ্বাস। তবু শব্দটার উক্ত প্রয়োগে আপনাদের তথা রাজশেখরবাবুর যখন আপত্তি আছে, তখন ওটার বর্জন বাঞ্ছনীয়— ওর জয়গায় ‘অনুকার্য’ বললে, মানের কোনো ক্ষতি হবে না। ‘অন্যন্য’=পরম্পর: শব্দটা একাধিক বার ওই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে; ওর সঙ্গে অন্যান্য বা অনন্যের কোনো সম্পর্ক নেই। ‘প্রতিবাতে’, অর্থাৎ প্রতিকূল বাযুতে, হয়তো কলিদাসের প্রয়োগ— চীনাশুকিমির কেতো প্রতিবাতং নীয়মানস্য। দারিদ্র্যা ও দারিদ্র্যের মতো, প্রগল্ভতা ও ‘প্রাগল্ভ্য’ এক ও অভিধানসম্মত। ‘ঝাবুক’ ও অভিধানভুক্ত শব্দ, অর্থ ঝাউগাছ, ঝপাস্তর ঝাবু।

বানানে আমিও সাধারণত চলাস্তুকার নির্দেশ মানি। কিন্তু কোনো, কখনো, মতো ইত্যাদিতে আমি শেষে ওকার লাগাই কোন, কখন, মত মূল-গত অর্থে আলাদা বলে। এই প্রভেদ এখন আর এখনোর মধ্যে নেই; তাই আমার মতে শেষোক্ত শব্দটার বানান হওয়া উচিত এখনও। অসমাপিকা ক্রিয়া— ক’রে, ব’লে, ব’সে ইত্যাদিতে উচ্চের কমা বা ইলেক্ট্রিক থাকলে অনেক সময় অর্থগ্রহণের সুবিধা হয়, কারণ ক্রিয়াগুলির সমাপিকা-রূপে বর্গের তারতম্য নেই, পার্থক্য শুধু উচ্চারণে।

হাইফেনের কাজ একাধিক শব্দের একীকরণ, কিন্তু যেখানে সমাসের ফলে শব্দসমষ্টির অর্থবদ্ধায় সেখানে চিহ্নটা অনাবশ্যক। সুতরাং আমি হাইফেন ব্যবহার করি যেখানে দ্বন্দ্ব সমাস আছে— যেমন ভাবনা-বেদনা, অথবা যেখানে ডেমন্স্ট্রেটিভ বিশেষণ (?) আর

যোছিলেন। কাকে বলে ‘আর্কিটিইপোগ্রাফুস’?
রিডার, লেখক প্রফুল্ল দেখার পর হরফসজ্জাকারী
প্রেসে সেই প্রফুল্ল পাঠান।
চ্যান্ডলার বি. গ্রানিস-এর সম্পাদনায় একটি সংকলন
১৯০১/১৯০২। এটি সংকলনে কলম্বি



কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে চ্যান্ডলার বি. গ্রানিস-এর সম্পাদনায় একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ‘হোয়াট হ্যাপেনেস ইন বুক পাবলিশিং’
ইউনিভার্সিটি প্রেসের প্রয়াত মুখ্য সম্পাদক উইলিয়াম
কপি এডিটিং’ শিরোনামে। লেখকের শুরুটি তারি স

” “এই দিকে”। ব

ক এ মায়া মিলায়
র সুবিধা রাখিতে
ছিম হয়ে যায়
ম মদির আর্থিতে।

-লিখনের নিয়ম
ক বুতে বাধা পে
ম হ্যাঁ বলবে
চ। পুরোনো শুধু
গাগেই দাঁড়ির ব্যব

া মিলে। কিছুতে
রা উথলে নাকে
হ বাধে না কেবল ত
দিতে র্বেক হয়। ফ
গ মিতব্যয়ের বুদ্ধি
লে বিশ্বসন্কেত
ক জবাব দিতে কুণ্ড
দরজায় দাঁড়ির ত
ড়ো একটা ছোট
র করে ভাগ আরে
য়ামে যদি আপাতে
ন থাকে এ মিল
র না আর বাধিয়া রাখি
র ডোর ছিম হয়ে যায়
ল নাকে মুখের আর্থিত
নাই চেনে আঁধার নি
সঙ্গ হলে গাহে না ?

সর্বনামের রূপ এক— যেমন সে, যে প্রভৃতি। কোনো কোনো, বুবাতে বুবাতে, মাঝে
মাঝে ইত্যাদি পদ অন্য জাতের : এ-সকল জায়গায় শব্দের দ্বিতীয়বচনসূচক। অতএব
এখানে হাইফেনের প্রয়োগ হয়তো অর্থের হানি করে। না-ক’রে, না-দেখে ইত্যাদিতেও
হাইফেন বজায় : না নেতি বাচক অবয়, ‘নি’-র মতো (করিনি) ক্রিয়ার সঙ্গে মিশে
তার কালভেড ঘটায় না।

সংবর্তের প্রক্ষেপে আমি সাধারণত সেই সংশোধনগুলোই করেছি যা সংখ্যায়
অপেক্ষাকৃত কম। যেহেতু দ্বিতীয় প্রক্ষেপে না-র সঙ্গে ক্রিয়া অধিকাংশ স্থলেই যুক্ত ছিল,
তাই ওই পাঠ না বদলে, যেখানে ওই রীতি অনুসৃত হয়নি, স্থানেই সংশোধন করার
চেষ্টা করেছি; এবং বহুবচনসূচক দ্বিতীয়বচন-চিহ্নে হাইফেন-চিহ্নেই ভূমিকায়
তার প্রশ্রয় দিতে চাইনি। ‘পরীক্ষা-রূপে’ ইত্যাদি বাক্য-বক্ষে হাইফেন হয়তো বাদ
দেওয়া যায়; কিন্তু মুখবক্ষে ‘পরীক্ষারূপে’-র আগে আগে আছে ‘শব্দ-প্রয়োগের’।
সংস্কৃতে পুরো পদটা হয়তো ‘শব্দ প্রয়োগপরীক্ষারূপে’— এত বড় সমাস বাংলায়
অচল; এবং সেইজন্যে এ-রকম ক্ষেত্রে আমি হাইফেনই ব্যবহার করি— যেমন ‘রক্ত
প্রবাল-বনে’, ‘মৎসর প্রেত-পারা’।

যেখানে সমাস সত্ত্বেও সমাসবদ্ধ পদের উচ্চারণরীতি মানলে ছন্দের ক্ষতি হবে,
এ-রকম অপটু পদবিন্যাসের বেলাতেও আমি হাইফেনের শরণ নিই— যেমন
(ছায়া-প্রচ্ছদে যাতায়াত করে কারা)। তাছাড়া যেখানে দেশী ও বিদেশী শব্দের সময়সূ
য়টে অথবা দেশজ ও সংস্কৃত শব্দের সহযোগ আছে— যেমন ‘মালার্ম-প্রস্তাবিত’,
(বছর-দুয়েক), ‘কবিতা-কটা’, প্রভৃতি— স্থানেও আমি হাইফেন ব্যবহারের পক্ষপাতি।
কিন্তু এখানে কোনো নিয়ম নেই, এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত কন্ডেনশন। কাজেই
এ-বিষয়ে আপনাদের মত অন্য রকম হলে, তাই মানবেন, অবশ্য তাতে যদি খুব বেশী
সংশোধন করতে না হয়। গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ একই নিয়মে সংশোধিত হওয়া উচিত।

ফর্ম্যাট্ ভালো লাগলা; কিন্তু ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ পৃষ্ঠার সঙ্গে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার বৈষম্য
কি একটু বেশী নয়? ইতি ২০ মে ১৯৫৩

ভবদীয়

সুবীন্দ্রনাথ দত্ত

পৃঃ আমার ভূতপূর্ব প্রকাশকের কাছ থেকে পাওনা টাকার পরিবর্তে প্রায় ৭০ কপি
(‘উত্তর ফাল্গুনী’) আর ৩০ কপি ‘ক্রন্দসী’ আমার ভাই উদ্ধার করেছে। সব বইয়ের ডাস্ট
কভার সেই, কোনোটাই কাপড়ে বাঁধানো নয়। তবু সেগুলোর কোনো উপায় কি
সিগনেট বুক শপের মারফত হতে পারে?

পৃঃ পৃঃ ‘ষ’ আর ‘ষ’-এর সাদৃশ্য লাইনোতেও ঘুচলো না দেখছি। আশা করি
যে-যগুলো ষ-এর মতো দেখাচ্ছে, সেগুলো আসলে ষ-ই।

গেজে পোর্টেলের
বে পদের নিয়মে
থিতে দেখেছি সমন্বয়ে
ব্যবহার চল। সেই
মিলন
তে পারে না আর
কা মদির আঁথিতে
ল অভ্যাসে বাধে।
। কিন্তু যদি না দিই
বুদ্ধি যখন আমাকে
চত ও প্রকস্কেত।
কৃষ্ণ হইন। কি

কৃষ্ণের গানে



আর এক জাতে
নীধে দাঢ়ি— কথে
তার সঙ্গে জুটে দে
ন ছিল না তখন
হজেই বুবো নিত।
র আগে আগে প্রা
এই দিকে” “এই দিন
থাকে এ মায়া
শান্তি আর বিদ্যুৎ র
বাহুর ডের ছিম হয়ে
থালে নাকে মদির আঁ
ত শোক-লিখনের
। তাতে কি বুবাতে
লও। তুম হয়ে
থাটি সত্য। পুরো
ত্যেক ভাগেই দীর্ঘ

ন এ মায়া মায়া।
যায়। মদির উত্থালে
তে কিছুই বাধে না
চাটা কমা দিতে বোঁ
হপ্রয়োগে মিতব্য
ঢেকের কালে বিশ্বা
করেনকে জবাব
খিড়কির দরজায়
একটা বড়ো এক

দুই

প্রিয়বরেষু,

প্রফ ফেরৎ পাঠালুম। আগে চোখে পড়েনি, এমন প্রমাদ এ-বারে মাত্র দুটো
লক্ষ্য করলুম— ‘লেনিনের’ স্থানে লেনিনের, আর ‘ঘোষিছে’-র জায়গায় ঘৈষিছে।
আশা করি এ-রকম আর কিছু নজর এড়িয়ে গেল না।

তাছাড়া অন্য সংশোধনগুলো সংখ্যায় খুব অল্প; কিন্তু গত বারের শুন্দি পাঠ আবার
কম্পোজ করতে গিয়েই সে-সব মারাত্মক ভুলের সৃষ্টি। ৩৩ পৃষ্ঠায় পঞ্চম লাইন যষ্টের
স্থান নিয়েছে; ৪৭ পৃষ্ঠার তৃতীয় লাইনে ‘আমিও’ আমি হওয়াতে ছন্দ কেটে গেছে;
৫৯ পৃষ্ঠার শেষ পঞ্জিতে ‘এখনই’ এখনও, আর ৬০ পৃষ্ঠার যষ্ট ছত্রে ‘পাড়িতে’
পড়িতে আকার থ’রে অর্থের সর্বনাশ সেধেছে।

অবশ্য এ রকম হওয়া যে খুবই স্বাভাবিক তা আমি জানি। কিন্তু দুর্বোধ্য বলে
আমার দুর্নাম থাকাতে সাধারণ প্রফপাঠক আমার লেখার ভুল শোধারাতে অনেক
সময় হইত্তুত করেন। অতএব যদি দরকার মনে করেন, তাহলে আমিই সারা বইয়ের
সর্বশেষ প্রফ প্রেসে গিয়েও দেখে দিতে পারি, যাতে কোথাও অর্থহান্নি না ঘটে।

পৃষ্ঠাবিন্যাসের যে-নমুনা পাঠিয়েছেন, তা প্রথাবিরুদ্ধ হলেও, চিন্তগাহী— প্রত্যেক
পাতাই বিচিত্র। এই বৈচিত্র আনতে আপনি কী পরিমানে খেটেছেন, তা বুঝি; এবং
সেইজন্যেই সন্দেহ হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে এতখানি পরিশ্রম সংবর্ত্ত-’এর প্রাপ্য
কিম্ব। কিন্তু কর্তব্যপালনে আপনি পাত্র-নিরপেক্ষ ব’লেই বাল্মী পুস্তকপ্রকাশে আপনার
দান অসামান্য, আপনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। ইতি ২২ মে ১৯৫৩।

ভবদীয়
সুধীদ্রনাথ দন্ত

তিনি

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার গুপ্ত

মহাশয়ের সমীক্ষে—

প্রিয়বরেষু,

‘সংবর্ত্তনে’ এত দিনে বেরিয়ে গেলে, আনুষঙ্গিক রচনাটাকে তার ভিতরে ঢোকানোর
লোভ জাগত না। তাহলেও এইটাই শেষ, এর পরে ও-বইয়ের কলেবরবৃদ্ধির প্রয়াস
পাব না, আপনাকে কথা দিচ্ছি।

“প্রত্যাবর্তনে”র স্থান “উন্মার্গে”র পরে এবং “পুনরাবৃত্তি”র আগে। সূচীতেও
‘সংবর্ত্তনে’র শেষ কবিতা হিসাবে এর উল্লেখ করতে হবে; এবং এটার অন্যান্য প্রবেশের
জন্যে সূচীতে তথ্য প্রচে “প্রাক্তনী”র পৃষ্ঠাসংখ্যার বদল দরকার হবে— আমার বিশ্বাস
“প্রাক্তনী”র প্রত্যেক পত্রাকে আরও চার যোগ দিতে হবে। তাছাড়া “মুখবদ্ধে”র
তারিখও না বদলানে নয়; এখন তার পায়ের তলায় ২৫ মে ১৯৫৩ লেখাই বিধেয়।
আপনাকে এ-রকম ক’রে জ্বালাচ্ছি ব’লে আমি লজ্জিত। ইতি ২৫ মে ১৯৫৩।

ভবদীয়
সুধীদ্রনাথ দন্ত

চার

প্রিয়বরেষু,

প্রফ শুধরে ফিরে পাঠাচ্ছি। আশা করি কোনো মারাত্মক ভুল নজর এড়িয়ে গেল না, যেমন আগে গেছে। সাম্যের খাতিরে বিরাম-চিহ্নের অঙ্গবিস্তর আদল-বদল কয়েক জায়গায় দরকার ছিল; কিন্তু সে-পরিবর্তন আর করলুম না, কারণ অন্যান প্রয়োজনীয় সংশোধনের ফলে লাইনকে লাইন পালটাতে হওয়াতেই এই রকম ছেট-খাট ব্যাপার কম্পেজিটারের চোখে পড়েনি, এবং এগুলো আবার শোধারলে হয়তো কোনো বড় ভুলই ঘটবে।

কিন্তু সূচীপত্রের সংশোধন অনিবার্য। আসলে, গত বারে এই পৃষ্ঠায় যেসমস্ত কাটাকুটি ছিল, সেগুলোর একটাও বর্তমান প্রফে ওঠেনি; বরঞ্চ “অনিকেত”-র প্রথম পংক্তি— যা শেষ বারে ঠিক ছিল— এবারে ‘মেঘাবচ্ছিন্ন’-কে ‘মেঘাচ্ছম’ ক’রে নতুন রূপ নিয়েছে।

১১ পৃষ্ঠায়— মুখবন্ধের শেষে— তারিখটা না বদলালে নয়, কারণ ‘সংবর্তে’র শেষ কবিতা ৩০ এপ্রিলের অনেক পরে লেখা। তাই গোটাকে ৩১ মে ক’রে দিলুম।

৩৪ পৃষ্ঠার “মাতরিকা” ভুল বানান—“মাতরিকা” হবে। আপনার তৌক্ষ্য দৃষ্টিই এ-ভুল আবিষ্কার করেছে, সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৩২ পৃষ্ঠায় “অস্থ” শব্দ অভিধানভুক্ত না-হলেও আমার বিবেচনায় ব্যাকরণসম্মত, যেমন সুস্থ। অস্থ = অপ্রতিষ্ঠ।

৪০ পৃষ্ঠায় “গ্লান” শব্দ খাঁটি সংস্কৃত— অর্থ গ্লানিযুক্ত।

৫২ থেকে ৫৬ পৃষ্ঠাব্যাপী “প্রত্যাবর্তনে” কিন্তু কতকগুলো “মেজর” সংশোধন ঘটল— মূলত পাণ্ডুলিপি আপনাকে পাঠানোর পরে কবিতাটা বদলেছি বলে এবং গৌণত খুব তাড়াতাড়ি কপি করাতে একটা বিরামচিহ্ন এবং গোটা দুয়েক বানান তাতে ভুল থেকে গিয়েছিল। এখন কপিতেও নতুন সংশোধন এবং পুরাতন ভুলচুক শুধরে নৃতন পাঠ স্থান পেল।

তার পরের সংশোধনগুলো— এক “অমনি”-র অমনই রূপ ছাড়া (৬৭ পৃষ্ঠা) নিশ্চয়ই অনাবশ্যক; বর্তমান মুদ্রণে কালির কম-বেশির জন্যেই মনে হচ্ছে ভুল।

ভালো কথা, ‘কিশোরিক’ শব্দও আমার মতে ব্যাকরণসম্মত— বিশেষ্য কিশোরের বিশেষণ: আমি ওই শব্দের দ্বারা বোাবাতে চাই কিশোর বয়সের লেখা।

যে যাই হোক, এই শেষ সংশোধনগুলোর জন্যে শুন্দ অংশে আবার ভুল হয়ে যাবে না তো? যদি বলেন তাহলে প্রেস যখন এই ভুলগুলো শুধরে বই ছাপার আয়োজন করবে, তখন সেখানে গিয়ে অস্তু “সূচীপত্র” (পঃ ৭ ?), ৩৮ পৃষ্ঠা, ৫২ থেকে ৫৬ পৃষ্ঠা এবং ৬৭ পৃষ্ঠা দেখে দিয়ে আসতে পারি। কারণ আবার প্রফ চাইলে দেরি হবে, এবং শেষ বার না দেখলে কিছু একটা অস্তু গোলমাল ঘটতে পারে। যেমন কয়েকবার ইতিপূর্বে ঘটেছে— দৃষ্টিস্ত “মেঘাবচ্ছিন্ন”-র জায়গায় “মেঘাচ্ছম”。আপনার আদেশ টেলিফোনে জানাবেন অনুগ্রহ করে। এতই যখন খাটা গেল, তখন আবার একটু খাটতে আপন্তি কি? ইতি ৪ জুন ১৯৫৩

ভবদীয়

সুবীরনাথ দন্ত

বিভাব'

যে-ফ্যাক্টরিতে ভোঁ পড়ে না

সুবিমল লাহিড়ী

অগ্রজপ্তিম প্রতিবেশী একজন স্বদেশীর্তী যিনি আমাকে আমার কাজে সহায়তা করবার জন্য আসতেন আমাদের বাড়িতে—একদিন আমার পিতা তাঁকে আক্ষেপ করে বলেছিলেন গুরুদেবের আশ্রমে তাঁরই মেহচায়ায় শিক্ষা লাভ করেছি কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁকে বা বিশ্বভারতীর সেবা করতে পারলাম না।

প্রতিবেশী ভদ্রলোক বললেন, আক্ষেপ করছেন কেন? আপনার এই পুত্র তো সেই কাজই করছে।

দেশবিভাগের ফলে চলে আসবার পরে সংসার প্রতিপালনে সাহায্য চেয়ে পিতা তাঁর কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে দেখা করেন এবং এর ফলে বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগের সহাধ্যক্ষ পুলিনবিহারী সেন আমাকে সেখানে কাজে নিযুক্ত করেন—১৯৫৩ সালে। তাঁকেই প্রথমে স্মরণ করি আজ।

তখন গ্রন্থবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন চারচন্দ্র ভট্টাচার্য। এই মুদ্রণ ও প্রকাশন জগতের সঙ্গে আমার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগই কোনোদিন ছিল না। বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দিয়ে একটু একটু করে দেখতে ও জানতে শুরু করলাম। তখন গ্রন্থবিভাগের ঠিকানা জোড়াসাঁকোর ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন—‘বিচিত্রা’ বাড়িতে।

সে এক অভিজ্ঞতা—এই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করেছেন—এখানেই ‘ডাকঘর’ অভিনয় হয়েছিল—আরও কত কত হাটনা এখানে ঘটেছে। অদ্ভুত এক অনুভূতি হত। এ মেন এক মন্দির!

ক্রমে পুলিনবাবুর প্রগোদনায় তাঁর কর্মজ্ঞে প্রবেশ করলাম। তাঁরই নির্দেশে তাঁর বাসস্থান দক্ষিণ কলকাতার ৪৫বি, হিন্দুস্থান পার্কের তাঁর সঙ্গে থেকে কাজ করার সুযোগ পেলাম। তিনি প্রথমেই বললেন, এখানে গুরুদেবের সব বই আছে—পড়তে শুরু করে দাও। কার্যালয় থেকে ফিরেই কাঁধে-ৰোলানো ব্যাগ থেকে কাগজপত্র বের করে আবার কাজে বসে পড়তেন। বলতেন, এ ফ্যাক্টরিতে ভোঁ পড়ে না। সত্যি সত্যি তাঁকে নিরলস পরিশ্রম করতে দেখে অনেকেই উদ্বৃদ্ধ হয়েছিলেন—আমিও সেই পরিবারের একজন হয়ে গেলাম।

তাঁর বাসস্থানই ছিল একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতি মুহূর্তেই সেখানে কাজ চলত আর আসতেন অনুসন্ধিৎসু নানা গুণীজন। পুলিনবাবুর সুরেই ক্ষিতিমোহন সেন, প্রবোধচন্দ্র সেন ও দেবীপদ ভট্টাচার্য—এঁদের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধন্য হয়েছি।



ব্যবহার করলে তাখার সকল
পরে নির্ভর করে। প্রাচীন পুঁথিতে দাঁড়ি ছাড়া আর
ব্যাক্তত ভঙ্গিমার নিজের সমস্ত প্রয়োজন-সিনি
চাইকেন। ইংরেজের ছেলে যখন দেশে থাকে ত
চলে যায়।

Rum C

সছেন। আমাকে দে-

য়াবেন।

পর্নার বই বার করব

/

আরও লোকজন রে-
চেন। আমাকে দে-

/
/
/

রবীন্দ্র-তিরোধানের পর যে-সমস্ত অগ্রস্থিত রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ছড়িয়ে
ছিল তার তালিকা তিনি প্রস্তুত করছিলেন— এই কাজে আমাকে লাগিয়ে ছিলেন।
তাঁর নিজের সংগ্রহ তো ছিলই। গ্রন্থবিভাগে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ন্যাশনাল লাইব্রেরি,
কোনো কোনো ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে সেই তালিকা প্রস্তুত হতে লাগল। আমি কাজে
যোগ দেওয়ার আগে থেকেই এ কাজ অবশ্য শুরু হয়ে গেছে।

গ্রন্থবিভাগে গিয়ে পৃষ্ঠকপ্রকাশনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকলাম—
ফ্রঁচ দেখা, প্রেস-কপি তৈরি করা— সেই কপি আবার মেলানো, যাতে কোথাও কিছু
বাদ পড়ে না যায়। তখন তো জেরঙ্গ-এর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এই কাজে
গ্রন্থবিভাগে তখন ছিলেন প্রবীণ রামেশ্বর দে, কানাই সামস্ত আর ছিলেন জগদ্বিন্দ্
তৌমিক, রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পুত্র চিন্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়।
এই কাজের হাওয়ায় বেড়ে উঠতে লাগলাম। বিভিন্ন বইয়ের বিভিন্ন মাপ, বিভিন্ন
টাইপের ব্যবহার— তার সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখে ছাপার পর তার চেহারা দেখে
মনে নানারকম প্রশ্ন জাগত। যখনই মনে হত তাঁদের জানাতাম— আমার এই
অনুসন্ধিৎসায় তাঁরা আমাকে উৎসাহ, আদেশ এবং উপদেশ দিয়েছেন।

বিশ্বভারতীতে স্বতন্ত্র রবীন্দ্রগ্রন্থ আর রবীন্দ্ররচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ ও
সংস্করণে পাঠ নির্ধারণ এবং গ্রন্থপরিচয়ের কাজেও আমাকে যুক্ত থাকতে হয়। এভাবে
দশ বছর কাজ করার পর ১৯৬৩ সালে গ্রন্থবিভাগের কাজ থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে
'ভারতকোষ' সংকলনে মুদ্রণ-সহায়ক হিসেবে যোগ দিই। সেখানে আবার এক নতুন
পরিবেশ পাই— সম্পাদকমণ্ডলীর জ্ঞানী সদস্যগণের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,
নির্মলকুমার বসু, যোগেশচন্দ্র বাগল, রমেশচন্দ্র মজুমদার, চিন্তাচরণ চক্রবর্তী প্রমুখের
মেহ এবং উপদেশে কাজ করে প্রভৃত লাভবান হয়েছি। 'ভারতকোষ'-এর চতুর্থ খণ্ড
প্রকাশের পর আবার আমি বিশ্বভারতীর অধীনে গ্রন্থবিভাগে ফিরে আসি। তখন
রবীন্দ্রজনশ্বতবৰ্ষপূর্ণ উপলক্ষে রবীন্দ্রগ্রন্থের পাঠাস্তর-সংবলিত সংস্করণের কাজ শুরু
হয়েছে— 'সন্ধ্যাসংগীত' এই গ্রন্থমালার প্রথম বই। এ-সময় পুলিনবাবুর সহযোগী
সম্পাদক শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হই— তাঁর সঙ্গে কাজে যুক্ত হয়ে
যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা আমার কাছে এক অমৃল্য সম্পদ। বিশ্বভারতী ছাড়াও
পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর কাজেও শুভেন্দুবাবু আমাকে যুক্ত
করেন— এখানেও তাঁর একাত্মতা ও প্রবেশ আমাকে উজ্জীবিত করে। তাঁর অকালপ্রয়াণে
যে শূন্যস্থান তা পূরণ হবার নয়। শুভেন্দুবাবুর মৃত্যুর পর শ্রীশংখ ঘোষ সেই ভার প্রহণ
করেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে অনেকে রবীন্দ্র-বিয়বক রচনা জানবার সৌভাগ্য হয়েছে।

গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে পুলিনবাবুর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে যা শিখেছি তা
এই যে:

১। প্রেস-কপি প্রস্তুত করা: ফুলস্ক্যাপ কাগজের অর্ধেক মার্জিন রেখে প্রেস-কপি
করতে হবে যাতে কোথাও কোনো সংযোজন করতে হলে পাশের মার্জিনে তা লিখে
দেওয়া যায়।

চৰ। অভাৰ, দারিদ্ৰ
কৃতদিন এল
নিমাইবাৰুৰ মু
পঁয়াত্ত্ব-ছাপিৰ বছৰ
তাহলে তো
সে সৌভাগ
সামিধ্য পেয়েছি। ত
মিলিয়ে প্ৰফুল্ল দেখ
লেখা বুজতে পাৰে
জায়গাৰ ভায়াটা দি
না। দুচাৱাৰ নি
বলেছিলেন, তুমি
হঠাৎ কেমন

স্মৃতি ক্ষণিকেৰ উ
তা আপৰ্য

হিছে যে
দুটো কৰিবা, এ

মনোৱম
আপনার

আমাৰ গঁজ পড়ে
কেৱলও

একটা দীৰ্ঘ
তাৰিখে রইলে

খুব ছে
গেলেন আমি

তেমন ভাৰ্বৰি
আপৰ্য

হ্যাঁ, ও
কৰলাম। তৎ
যেতাম। কিম
জানতাম। ত

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

২। যে রচনা মুদ্রিত হয়ে প্ৰকাশিত হচ্ছে তাৰ শুন্দতা রক্ষা কৰা। নিৰ্ভুল কৰিবাৰ
জন্য বিষয় এবং উদ্বৃতিৰ ক্ষেত্ৰে যদি কোনো অসংগতি থেকে যায় তাহলে পাঠকুল
তাই জানিবেন— সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। কাজেই অনেকবাৰ কৰেই প্ৰফুল্ল দেখা প্ৰয়োজন।

৩। বানানেৰ সমতা রক্ষা কৰা।

৪। উদ্বৃতিৰ ক্ষেত্ৰে মূল বই দেখা।

৫। অষ্টপঞ্জি ঠিক মতো কৰা এবং প্ৰয়োজনবোধে সাধাৱণেৰ ক্ষেত্ৰে সংযোজন ও
বৰ্জনেৰ উল্লেখ কৰা।

৬। নতুন প্ৰকাশনাৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰেস-কপি এমনভাৱে কৰে দেওয়া যাতে প্ৰেসেৰ
পক্ষে কম্পোজ কৰাৰ সুবিধা হয়।

৭। লেখক প্ৰকাশক এবং প্ৰেসেৰ সঙ্গে নিয়মিত যোগ রক্ষা কৰে কাজ কৰা।

প্ৰকাশন ও মুদ্ৰণজগতেৰ এক বিশিষ্টজনেৰ নাম স্মৰণ কৰতে চাই— তিনি
প্ৰভাতকুমাৰ ঘোষ, সম্প্ৰতি প্ৰয়াত। মা৤ একটি বই মুদ্ৰণেৰ সময় তাঁৰ সঙ্গে আমাৰ
যোগ হয় : কৃষ্ণ কৃপালনী-প্ৰণীত Rabindranath Tagore : A Biography। সে-সময়
তিনি আমাৰ মতো একজন সামান্য লোকেৰ সঙ্গে যেভাৱে ছাপাৰ ব্যাপারে আলোচনা
কৰেছেন ও উপদেশ দিয়েছেন তা আমাৰ পক্ষে ভাগ্যেৰ ব্যাপার। অন্যান্য অনেক
ইংৰেজি বইয়েৰ কাজ কৰতে গিয়ে এই বই নমুনাস্বৰূপ ব্যবহাৰ কৰেছি এবং কৰছি।

আধুনিক মুদ্ৰণ-ধাৰা:

হ্যান্ড কম্পোজ বা লাইনো টাইপে বই ছাপাৰ কাজে অনেকবাৰ কৰে প্ৰফুল্ল দেখা,
পেজ মেক আপ হয়ে যাবাৰ পৰ নতুন সংযোজন কৰতে গেলে মেক-আপ ভেঙ্গে
ফেলবাৰ অন্য অনেক অসুবিধাৰ সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদেৱ। বৰ্তমানে P.T.S
আৱ D.T.P -তে ছাপাৰ ক্ষেত্ৰে এক নতুন অভিজ্ঞতা। সে সমস্যাৰ অনেক নিৱসন
হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সৌন্দৰ্য রক্ষাৰ ক্ষেত্ৰে কি আমৱা সে-ৱৰকম সফল হয়েছি? আমাৰ
ধাৱণা অধিকাংশ ক্ষেত্ৰে ঠাসবুনুনিৰ ফলে মুদ্ৰণচৃতি এবং পাঠযোগ্যতাৰ ক্ষেত্ৰে কিছু
অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়েছে। এ-ব্যাপারে দৃষ্টি দিলে বোধ কৰি ভালোই হবে।

বিশ্বভাৰতী-পুলিনবিহাৰী সেন মহাশয়ৰ সেই ভৈঁ-নোঁ-পড়া ফ্যাক্ট্ৰিতে কাজ
কৰাৱ ফলে গড়ে উঠায় প্ৰকাশন-সম্পৃক্ত কাজে কলেজ স্ট্ৰিটেৰ এবং অন্যান্য প্ৰকাশনা
সংস্থাৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থ এবং সংকলন প্ৰহেৰ মুদ্ৰণেৰ কাজে অনেক গুণী ও বন্ধুজনেৰ
সামিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছি। তাঁদেৱ দেওয়া কাজ আমাৰ সাধ্যমতো কৰিবাৰ চেষ্টা কৰেছি।

এখনও বিশ্বভাৰতীৰ কাজে নিযুক্ত থেকে যথাকৰ্তব্য কৰে যাচ্ছি। এই কাজে
যাঁদেৱ সাহচৰ্য ও সহযোগিতা পাচ্ছি তাঁদেৱ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিশ্ব বই দিবস উপলক্ষে পাৰলিশাৰ্স অ্যাসোসিয়েশন বুকসেলাৰ্স গিল্ড ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা
আকাদেমি আমাকে যে সম্মান প্ৰদৰ্শন কৰলৈন এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশ্ব বই দিবস, ২১ এপ্ৰিল ২০০১

‘কোমৰ গান্ধীৰ’, সুবিমল লাহিড়ী সম্পাদনা সংখ্যা, ২০১৫

Proofreaders' Marks

OPERATIONAL SIGNS		TYPOGRAPHICAL SIGNS	
g	Delete	ital	Set in italic type
C	Close up; delete space	rom	Set in roman type
(g)	Delete and close up (use only when deleting letters <i>within</i> a word)	bf	Set in boldface type
stet	Let it stand	lc	Set in lowercase
#	Insert space	caps	Set in capital letters
eq #	Make space between words equal; make space between lines equal	sc	Set in small capitals
hr #	Insert hair space	wf	Wrong font; set in correct type
ls	Latterspace	X	Check type image; remove blemish
q	Begin new paragraph	V	Insert here <i>or</i> make superscript
□	Indent type one em from left or right	A	Insert here <i>or</i> make subscript
↗	Move right	PUNCTUATION MARKS	
↖	Move left	՝	Insert comma
[]	Center	՚	Insert apostrophe <i>or</i> single quotation mark
↑	Move up	“ ”	Insert quotation marks
↓	Move down	•	Insert period
fl	Flush left	(set) ?	Insert question mark
fr	Flush right	;	Insert semicolon
==	Straighten type; align horizontally	:	Insert colon
	Align vertically	=	Insert hyphen
tr	Transpose	—	Insert em dash
sp	Spell out	—	Insert en dash
		€ ()	Insert parentheses

Fig. 3.1 Proofreaders' marks

প্রফ নিয়ে দু-চার কথা

অনিবাগ রায়

বছর পথগুশ আগে প্রথম পরিচয় হয়েছিল প্রফের সঙ্গে। গোল করে পাকানো রাবার ব্যান্ড লাগানো দুটো প্রফ—একটা ফাস্ট অন্যটা সেকেন্ড—আমার হাতে দিয়ে প্রকাশক মশাই বলতেন প্রেসে পৌঁছে দিয়ে আসতে। তখনো জানতাম না কাকে বলে কোন প্রফ। কেন। দু হাতে দুটো প্রফ নিয়ে মুখস্ত করতে করতে প্রেসে পৌঁছে যেতাম। কাজটা ঠিকঠাক করে প্রকাশকের দপ্তরে ফিরে আসতাম—। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। প্রফ দেখে নিয়ে আসতেন শস্তুনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম কবি ও কবিতা পত্রিকার সম্পাদক জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাসস্থানে। কবি ও কবিতার প্রফ দেখতেন এই শস্তুনাথ চট্টোপাধ্যায়—কবি।

কিন্তু প্রফ কাকে বলে। ‘এভারম্যানস ডিকশনারি’ (প্রধান সম্পাদক: গৌরীপ্রকাশ ঘোষ) প্রফ কথাটার অর্থ দিয়েছেন: ‘(মুদ্রণ) সংশোধন করার জন্য কম্পোজ করা টাইপ থেকে নেওয়া প্রতিলিপি।’ বিষয়টা আর একটু খুলে বললে এইরকম। কোনো কিছু ছাপতে হলে সেটা প্রথমে দিতে হবে ছাপাখানায়। হরফসজ্জাকারী লেখাটা দেখে দেখে এক-একটি অক্ষর সাজিয়ে সেটা গেঁথে তুলবেন। পরে তাতে ছাপার কালি মাখিয়ে নিউজপ্রিন্টে (যে ধরনের কাগজে সংবাদপত্র ছাপা হয়) একটা ছাপ তুলে দেবেন। এবার মূল লেখার সঙ্গে ছাপটা মিলিয়ে পরীক্ষা করতে হবে অক্ষর গাঁথার কাজটা ঠিকঠাক হয়েছে কি না। কাগজে ছাপ-তোলা বস্তুটার নাম প্রফ। মূল লেখার সঙ্গে সেটা মিলিয়ে পড়ার নাম প্রফরিডিং। বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রফ, প্রফরিডিং ভীষণ জরুরি। কাজটা ঠিকমতো না হলে ভুল থেকে যাবে। পাঠ্যবইতে, অভিধানে, বিজ্ঞান-ইতিহাস-রেফারেন্স বইতে যদি ভুল থেকে যায় তবে তার পরিণাম কী তা সহজেই অনুমেয়।

‘মুদ্রণচর্চা’ বইতে দীপক্ষর সেন লিখেছেন, ‘মুদ্রকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে একটি হল প্রফ দেখা।’ এ বিষয়ে তিনি আরো যা যা লিখেছেন:

প্রফ পড়বার জন্য দরকার একটা বড় ডেস্ক, তার উপরে প্রফ এবং কপি যাতে করে বিছিয়ে রাখা যায়। সে-ঘরে বিশেষভাবে প্রয়োজন সুন্দর আলোর ব্যবস্থা। খানিকটা স্বাচ্ছন্দ এবং আরামের মধ্যে দিয়ে প্রফ পড়া হলে ভুলের সভাবনা হ্রাস পায়। কেউ যখন প্রফ পড়ছে সেই সময় তাকে অকারণে ডাকাডাকি না করাটাই ভালো, কারণ গভীরভাবে মনোনিবেশ না করলে ঠিকভাবে প্রফ পড়া অসম্ভব।...
প্রফ পড়ার কাজটি দুজনে মিলে করা উচিত। একজন কপি হোল্ডার জোরে জোরে কপিতে কী আছে তা পড়ে শোনাবেন আর সেই অনুসারে প্রফের উপরে মার্কো করবেন প্রফ রিডার।

কিন্তু প্রফ কাবে
ঘোষ প্রফ কথাটার
থেকে নেওয়া প্রতি
হলে সেটা প্রথমে দি



ক বলে। ‘এভারম্যানস ডিকশনারি’
অর্থ দিয়েছেন: ‘(মুদ্রণ) সংশোধন কর
লিপি।’ বিষয়টা আর একটু খুলে বললে
দিতে হবে ছাপাখানায়। হরফসজ্জাকারী

(三)

(二)

(一)

—

(II)

(V)

(X)

এই সূত্র ধরে দুটি কথা বলা যেতে পারে। প্রফরিডারের কানকে তাই হতে হবে খুবই জাগর। তিনি যদি কান শুনতে ধান শোনেন তাহলে ছাপার ভুলের অনুপ্রবেশ ঘটবে। তেমনি প্রফয়িনি পড়ছেন তাঁর উচ্চারণও হতে হবে যথাযথ। নইলে মুদ্রণপ্রমাদ থেকে যাওয়ার সম্মত সভাবনা। (এইখানে বিনীত প্রশ্ন: প্রকাশনা জগতে প্রফরিডারের যৎসামান্য স্থান আছে। কপি হোল্ডারের কোনো স্থান বা অস্তিত্ব আছে কি বিশেষ করে বাংলা প্রকাশনায়। এক সময় ছিল নইলে সত্যজিৎ টোধুরী লিখবেন কেন: ‘কপি হোল্ড করে প্রফ দেখাটা অবশ্যকৃত্য ছিল। সে তো এখন উঠেই গেছে। খুবই ক্লাস্টিকের, কিন্তু নির্ভুল ছাপার একটা জরুরি পদ্ধতি।’ ‘খুবই ক্লাস্টিক’ এবং ‘অবশ্যকৃত্য’ এই ‘কপি হোল্ড করে প্রফ দেখা’ যে কী জানু দেখতে পারে তার অনবদ্য দৃষ্টিষ্ঠান আছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতিতে:

রবীন্দ্রনাথ তখন [১৮৭৫] বাড়িতে রামসৰস পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন।

আমি [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ] ও রামসৰস দুইজনে রবির পড়ার ঘরে বসিয়াই ‘সরোজিনী’র প্রফ সংশোধন করিতাম। পাশের ঘর ইহিতে রবি শুনিতেন, ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া কোন স্থানে কী করিলে ভালো হয় সেই মতামত প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্বে আমি গদে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রফ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্যরচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুবিয়া কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন, এখানে পদ্য রচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপক্ষে করিতে পারিলাম না— কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁত খুঁত করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কই? আমি সময়াভাবের আপত্তি উপাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জুল জুল চিতা দ্বিশুণ দ্বিশুণ।’ এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।

প্রফরিডারের দায়িত্ব অনেক। তাঁকে জানতে হবে সংশ্লিষ্ট প্রকাশন সংস্থার বানানবিধি। জানতে হবে শব্দ বিভাজনের বিধি কী। অনুচ্ছেদ বা অধ্যায় শুরু বা শেষ হচ্ছে কীভাবে। এর উপর আছে প্রফ সংশোধন প্রতীকগুলোকে ঠিক ঠিক জানা এবং প্রয়োগ বিধি। শুধু কি তাই! প্রফরিডারকে জানতে হবে ব্যাকরণ পর্যন্ত। কথাটার সমর্থনে একটা উপন্যাস—The New Proof Reader by Victor Avdeyev—থেকে একটুখানি উদ্ধৃতি দিই:

“Why Apartsey!” Mazharov Slapped the newspaper again and his face turned a deeper red. “There are mistakes in the issue! Do you know what may pupils do with the *Tribune*? They just buy it and fish

দ্বাট অমুচ্ছ

স্থানস্থানে

ବ୍ର

ପ

ସ

ବ

ଫ

ଡିଜିଟଲ ମାନ୍ୟବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକା		Digitized Manୟବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକା	
ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ
ପରିଚୟ	ପରିଚୟ	ପରିଚୟ	ପରିଚୟ
ପ୍ରକାଶକ ମଧ୍ୟବିଜ୍ଞାନ	ପ୍ରକାଶକ ମଧ୍ୟବିଜ୍ଞାନ	ପ୍ରକାଶକ ମଧ୍ୟବିଜ୍ଞାନ	ପ୍ରକାଶକ ମଧ୍ୟବିଜ୍ଞାନ
ବିଷୟ ପତ୍ରିକା	ବିଷୟ ପତ୍ରିକା	ବିଷୟ ପତ୍ରିକା	ବିଷୟ ପତ୍ରିକା
ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ	ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ	ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ	ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ
ବିଷୟ ପତ୍ରିକା	ବିଷୟ ପତ୍ରିକା	ବିଷୟ ପତ୍ରିକା	ବିଷୟ ପତ୍ରିକା
ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ	ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ	ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ	ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ
ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ	ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ	ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ	ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ

ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ
ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ
ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ
ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ
ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ
ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ
ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ
ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ
ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ
ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ	ମାର୍ଗଦାରୀ

ପାଇସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିବ

ବ୍ରାହ୍ମି (ମାର

> ବ
କ
ତ
ଦ

ଅର୍ଦ୍ଧମାନିକି

out the mistakes, it's like a sport to them. Really, Apartsev, where is editor's pride? Who is your proofreader? He needs to learn his grammar! Here, see for himself!"

ନିର୍ଭୁଲ ବାଟୀ, ପ୍ରମାଦଶୂନ୍ୟ ବାଇ ଲେଖକ-ସମ୍ପାଦକ-ପ୍ରକାଶକେର ଅହଂକାରେର ବସ୍ତୁ । ସେଟା ହୋଯା ଖୁବ ସହଜ କଥା ନାଁ । ଲେଖକ ନିଜେ ଫ୍ରଫ୍ର ଦେଖିଲେ ବା ନାଁ ଦେଖିଲେ କି ହ୍ୟା ତାଁର ମନେର ଅବଶ୍ୟା ତାର କିଛି ଖଣ୍ଡ ଚିତ୍ର ପେଶ କରି ।

ରଥୀ ଏମେ ଜାନାଲେନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଲେଛେନ ଆମାକେ ମହ୍ୟାର ଫ୍ରଫ୍ର ତିନି ପାଠିଯେଛେ—
ତାଁର କଥାର କୋନୋ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ନି— ତିନି ଆମାକେ ବସ୍ତିତ କରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଫ୍ରଫ୍ର
ଦେଖିବାର ଭାବ ଯଦି ନେବେ ତାହିଁଲେ ସେ ଅଭାଚାର ସହିବ ନାଁ । ସେ ଫ୍ରଫ୍ରଗୁଲୋ ଗେଲି
ଆକାରେ କୋଲକାତାଯ ଦେଖେଛି ସେଇ ମଞ୍ଜର ନାଁ । ଆମାର ହାତେ ଶେଷ ଫ୍ରଫ୍ର ନିତାନ୍ତିର
ଆସା ଚାଇ— ତାତେ ଅନ୍ୟଥା ହୋଯା ଆମାର ପ୍ରତି ଅବିଚାର ।

ପାତ୍ରାଂଶ୍ || ରବିଶ୍ରନ୍ଦ୍ରନାଥ : ନିର୍ମଳକୁମାରୀ ମହଳାନବିଶକେ

ପର୍ଯ୍ୟବୀକୀ କି ପର୍ଯ୍ୟବୀ ହଲୋ ଆମି ତାର କିଛି ଜାନିନେ । ଫର୍ମା ଚାରେକେର ଫାଇଲ
ପୋଯେଛିଲାମ— ତାର ପରେ ଆମାର ବରାଦ ବନ୍ଦ । ଆମାର ପ୍ରତି ନିତାନ୍ତ ନିଃସଂରକ୍ଷକ
ଲୋକେର ମତ ବ୍ୟବହାର କରା ହେବ । ଶୈଳେଶର କାହିଁ ଥିଲେ କୋନୋ ଖବର ଓ ପାଇନେ,
ଆଶା ଓ ପାଇନେ, ଫ୍ରଫ୍ର ଓ ପାଇନେ । ଯା ଛାପା ହେବେ ତାତେ ଭୁଲ୍‌ଚାକ ଆଛେ କିନା ତାଓ
ବୁଝାତେ ପାରିଚିନେ । ସେ ଜନନୀର ଛେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଗେଛେ, ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ସେନାପତି
ମହାଶୟ ବାଢ଼ିଲେ ଥିବା ପାଠାନ ନିର୍ବେଦ କରେଛେ, ଆମି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରଗତ ସତ୍ତାନେର
(ମାତାର) ମତ ବସେ ଆଛି— ଛେଲେର ଗାୟେ ଅନ୍ତ୍ର ଲାଗିଥିଲା କିନା ତାଓ ଜାନିନେ, ସେ
ଜନଶ୍ରମିତି ଆମାର କାନେ ଆସେ ନା । କୋନୋ ଦେଶର କୋନୋ ପ୍ରକାଶକ ପରାମାର୍ବାଦରେ
ପ୍ରତି ଏରକମ ନିର୍ଭୁଲ ଆଇନ ଚାଲାଯନି ।

ପାତ୍ରାଂଶ୍ || ରବିଶ୍ରନ୍ଦ୍ରନାଥ : ମୋହିତଚନ୍ଦ୍ର ସେନକେ

ଓ

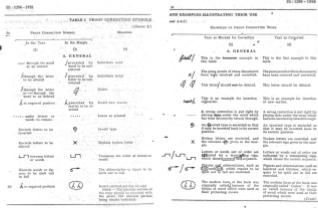
ପ୍ରିୟବରେମ୍ୟ

ଆଜ ହଇଲ ୨୧ଶେ ବୈଶାଖ । ବାଇ ସାଜିବାର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଆପନାର
ଉତ୍ସାହମତ୍ତା ଦେଖିଯା ଆମି ଶକ୍ତିତ ହଇଯା ପଡ଼ିଯାଇଛି— କେବଳମାତ୍ର କାଲବିଲିମ୍ବେର
ଭଯ ନହେ— ବ୍ୟବହାରିଟାଓ ବିଚାର୍ୟ ବିଷୟ । ଏହିବାର ନିଜେକେ ସଂସତ କରନ୍ତି—
ହାତେ ଯା ଆଛେ ତାଇ ଦିଯାଇ କାଜ ଚାଲାଇଯା ଦିନ— ତିନଟେ ଚାରଟେ ପାଂଚଟାରକମେର
କାଲୀ ନା ହିଲେବେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି କି ! ଆର ଯାଇ କରନ୍ତି ଚାଟୁପଟ୍ଟ ସାରିଯା ଫେଲୁନ । ଆର
ଏକଟା କବିତା ଆଛେ ଏହିଟେ ବୈଯିରେ ସବଶ୍ୟେ କପି କରିଯା ପାଠାଇତେଛି । ପରମୃଷ୍ଟା
ଦେଖୁନ । ଇତି ୨୧ଶେ ବୈଶାଖ ୧୩୦୭

ଭବଦୀଯ
ଶ୍ରୀରବିଶ୍ରନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

শ্ৰম বক্ষন বস
তৃতীয় বক্ষন বস
শ্ৰম বক্ষন বস
হিফেন বনাও
ধূধ em কুন দ

এক em কুন।
হই em কুন দ



৫৬

প্ৰিয়বৱেৰেৰু

লক্ষ্মী সবিসৰ্গ নহে। ২য় ফৰ্মাৰ পেজফ্রফটাৰ পাঠাইবেন— কাৰণ, ছোট অক্ষর, নিৰ্ভুল হইল বলিয়া মনে প্ৰত্যয় হয় না। আজ স্নানবাত্রা— পোষ্ট আপিস বন্ধ কিনা জানিনা।

তাড়াতাড়ি আছে

শ্ৰীৱৰীদ্রনাথ ঠাকুৱ

শেষ দুটি পত্ৰের ‘প্ৰিয়বৱেৰেৰু’ হলেন একমি প্ৰেমেৰ স্বত্ত্বাধিকাৰী প্ৰেমতোষ বসু। ‘বসুধাৱা’ পত্ৰিকাৰ সম্পাদক চাৰচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য লিখেছেন:

ৱৰীদ্রনাহিত্য লইয়া যাঁহারা গবেষণা কৰিয়াছেন, কৱিতেছেন, এবং ভবিষ্যতে কৱিবেন, তাঁহাদেৱ অবগতিৰ জন্য বলিয়া রাখি— বাংলাৰ ইতিহাস-প্ৰসিদ্ধ স্বদেশীযুগেৰ অন্যতম নেতা হিসাবে প্ৰেমতোষ বসুৰ নাম এবং স্বদেশী আদোলনে তাঁহার নীৰব দান— দুই-ই অবিস্মৰণীয়। ৱৰীদ্রনাথেৰ কবিজীবনে যখন ‘কণিকা’ ও ‘কণিকা’ৰ পৰ্ব চলিতেছে। তখন এই প্ৰেমতোষবাবুই ছিলেন কবিৰ অন্যতম মুদ্ৰাকৰ বা প্ৰিস্টাৱ। এই প্ৰেমতোষ বসুকে একদা ফ়ফেৰ জন্য তাগাদা দিয়া কৰি লিখিয়াছিলেন— “বছদিন ছিন তব ভৱসায়” এবং “যেমন আছ তেমনি এসো”— পৱৰত্তীকালে সেই তাগাদামাৰ্ত্তি অনবদ্য কৱিতা রাখে ৱৰীদ্রনকাব্যগ্ৰন্থে সমৰ্বিশিত হয়।

বসুধাৱা, পথঘৰবৰ্ষ, প্ৰথম খণ্ড, প্ৰথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ১০

ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্ৰেস তাৰ পথচালা শুৱ কৰে ১৮৯১ খ্ৰিস্টাব্দে। তাৰ নিজস্ব ভবন হয় ১৯০৩-এ। এৱ তিনি বছৰ পৱ— ১৯০৬-এ— প্ৰকাশিত হয় ‘ম্যানুয়াল অফ স্টাইল: বিহঁ আ কম্পাইলেশন অফ দ্য টাইপোগ্ৰাফিকাল রুলস ইন ফোৰ্ম অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্ৰেস, টু ইচ আৱ অ্যাপনডেড স্পেসিমেনস অফ টাইপ ইন ইয়ুজ’। বিশ্ববিদ্যালয়েৰ প্ৰফৰমমে কাজটা শুৱ কৰেছিলেন একজন প্ৰফৰিডাৰ। দুশ পৃষ্ঠাৱ এই ম্যানুয়ালটিৰ প্ৰথম প্ৰকাশকালে মূল্য ছিল পথগুশ সেন্ট, ডাক ব্যয় ছয় সেন্ট। এৱ দাদশ সংস্কৰণ বাজাৱে আসৱ আগে কুড়ি হাজাৱ কপি বিক্ৰি হয়ে যায়। এৱ সতৰেতম সংস্কৰণ প্ৰকাশিত হয়েছে ২০১৭য়। লেখক, সম্পাদক, প্ৰকাশকদেৱ কাছে এটি বাইবেল প্ৰতিম। এই বইয়েৰ প্ৰথম ভাগেৰ (বুকমেকিং) তৃতীয় অধ্যায় ‘প্ৰফৰ্মস’-এ বিশদে আলোচনা কৰা হয়েছে প্ৰফৰেৰ খুঁটিলাটি। শুধু তাই নহয়, আলোচনাৰ শেষে কোন বই পড়লে বিষয়টি সম্পৰ্কে আৱও কথা জানা যাবে সেই বইটিৰ নামও।

পাঠ্য অংশে:

- | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| শ্ৰম বৰদ দাও | হৰকু বৰদ কৰ | শ্ৰম বৰদ কৰ | পাঠ্য অংশে: | ৮ যথাস্থানে |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

(.) ৪

, ৪

(০) ৪

; ৪

? ৪

! ৪

, ৪

১ ৪ OR

“ ৪ OR ”

৩ ৪

... ৪

(f) ৪

[৪ OR],

{ ৪ OR }

(৪ OR),

- ৪

[৪] ৪

। ১ । ৪

। ২ ।

দ্য অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (সংক্ষেপে ওইটপি)-এর পাঁচশো বছর (১৪৭৮-১৯৭৮) পৃষ্ঠি উপরক্ষে পিটার সার্টক্লিফ-এর ‘দ্য অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস/অ্যান ইনফরমাল হিস্ট্রি’ প্রকাশিত হয় (১৯৭৮, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৮)। এ বইয়ের মুখ্যবন্ধ থেকে অনেক তথ্যের ভেতর জেনেছি এই তথ্য:

পার্সি সিম্পসন-এর ‘প্রফে রিডিং ইন দ্য সিকস্টিনথ, সেভেন্টিনথ অ্যান্ড এইটিনথ সেন্চুরিজ’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৫-এ।

পিটার সার্টক্লিফ-এর প্রকাশের সময় মিস ফোবে অ্যালেন নাওয়াখাওয়া ভুলে লেখককে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এই সময় তিনি একজন প্রায় ‘আর্কিটাইপোগ্রাফাস’-এ পরিণত হয়েছিলেন। কাকে বলে ‘আর্কিটাইপোগ্রাফাস’?

সার্টক্লিফ জানাচ্ছেন: বাইরের প্রফে রিডার, লেখক প্রফে দেখার পর হ্রফসজ্জাকারী ভুলগুলো সংংৰোধন করার পর যিনি প্রেসে সেই প্রফে পাঠান।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে চ্যান্ডলার বি. আনিস-এর সম্পাদনায় একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ‘হোয়াট হ্যাপেনস ইন বুক পাবলিশিং’ (১৯৬৭)। এই সংকলনে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেসের প্রয়াত মুখ্য সম্পাদক উইলিয়ম ব্রিজওয়াটার-এর একটি লেখা আছে ‘কপি এডিটিং’ শিরোনামে। লেখার শুরুটি ভারি সুন্দর:

Take the manuscript of a book. Set it upon a desk or a table so that it cannot slip or slide. Pick up a pencil. Start reading through the manuscript, as you read correct typographical errors and note passages that may confuse a reader and usages that may cause trouble for a printer. You are doing copy editing.

ব্রিজওয়াটার তাঁর লেখায় ইতি টেনেছেন এই ভাবে—

The professional copy editor, who sits at his desk with a manuscript planted squarely before him, is not super human. He is a humble man in a more or less humble job. Yet upon his shoulders lies the weight of centuries of learning. His calling is honorable, and he stands in line with the Scaligers and the Estiennes. The little marks he puts on paper are for the betterment of mankind.

ব্রিজওয়াটারের শেষ কথাগুলো কি প্রফরিডারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। তাঁর কথার জের টেনে বলি বাংলা প্রকাশনার জগতে প্রফরিডারদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হোক—সর্বার্থে। এদেশে গড়ে উঠুক একটি প্রকাশনা সংক্রান্ত সংগৃহালা যেখানে সমস্মানে রক্ষিত হবে প্রকাশিত বইয়ের সঙ্গে পাণ্ডুলিপি, প্রেসকপি, কম্পোজ করা কপি, সংশোধিত প্রফ, প্রচন্দ ইত্যাদি।



তৃতীয় বর্ণনা

বিত্তীয় বর্ণনা

প্রথম বর্ণনা

বাইকেন বসা

অধ্য em কর

এক em কর

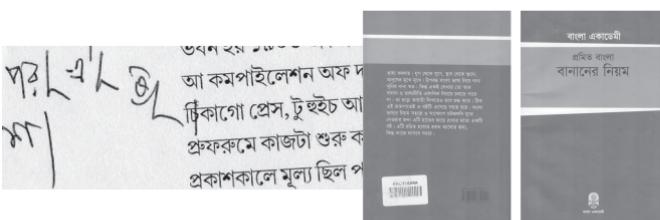
ক্ষেত্ৰ em কর

স্টাইলশিট

রাজীব চক্রবর্তী

স্টাইলশিট বা স্টাইল ম্যানুয়াল-এর বাংলা পরিভাষা কী হবে সে আলোচনা আপাতত পাশ কাটিয়ে গিয়ে স্টাইলশিট ব্যাপারটা কী সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক বরং। মানুষের ভাষার প্রথম এবং প্রাথমিক রূপ হল মুখে উচ্চারিত ধ্বনি যা শুনে শ্রোতার অর্থের বোধ তৈরি হয়—আমাদের জ্ঞাপন প্রক্রিয়া তথ্য ভাবের আদানপ্রদান এভাবেই শুরু হয়েছিল বা এখনও হয়। জন্মের পরে শিশুর ভাষার রাজ্য প্রবেশ ঘটে এই ধ্বনির প্রবাহে কান ডুবিয়ে। কিন্তু এতেই কাজ যদি চলে যেত আমাদের তাহলে আজকের এই লেখা তৈরি করার প্রয়োজনটাই হত না। ধ্বনিময় এই ভাষার একটা বড়ো সমস্যা হল তার স্ফুলিঙ্গের স্বভাব—উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে মিলিয়ে গিয়ে হারিয়ে যায়। গত শতকের ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে চার্লস ফ্রান্সিস হকেট (১৯১৬-২০০০) নামে একজন আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী মানুষের ভাষার এই বৈশিষ্ট্যকে transitoriness বলে উল্লেখ করেছিলেন। মানুষের ভাষার এই বৈশিষ্ট্য তাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল স্থান ও কালের গাণ্ডিতে। বক্তা এবং শ্রোতার নেকট্য ছাড়া জ্ঞাপন প্রক্রিয়া অসম্ভব ছিল তখন। এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টায় মানুষ ছবি আঁকতে শিখল, ছবি থেকেই ধীরে ধীরে লেখার জন্ম হল। মুখের ভাষা স্থায়িত্ব পেল। কিন্তু স্থায়িত্ব পাওয়াতেই সমস্যা মিটল না। প্রয়োজন হল প্রমিতকরণ বা standardization-এর—কারণ আমি যা লিখলাম তা পাঠক (যে পাঠকের সঙ্গে লেখকের স্থানিক ও কালিক দূরত্ব অন্তিক্রম্য) বুঝবেন তখনই যখন আমার লেখার চিহ্নগুলো পাঠকের জানা থাকবে। নয়তো লেখার মধ্যে ধরে রাখা বক্তব্য পাঠকের আয়ত্তের বাইরেই রয়ে যাবে—যেভাবে সিদ্ধ সভ্যতার লিপি আমাদের আওতায় থেকেও আয়ত্তের মধ্যে আসেনি এখনও। এ কারণেই প্রতিটি ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণমালা বা চির্চলিপি এবং যতিচিহ্ন কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই ব্যবহার করা হয় বা করতে হয়।

এই প্রমিতকরণ-এর চেষ্টার মধ্যেই স্টাইলশিটের জন্ম কাহিনি ধরা রয়েছে। আমরা যা লিখি তা যাতে সহজে এবং অন্যান্যে সমস্ত পাঠকের বোধগম্য হয় তার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তাকে উপস্থাপন করা দরকার। বোধগম্যতার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে সৌন্দর্যের প্রশংসিতও। অর্থাৎ যা লিখছি তা দৃষ্টিনন্দন হচ্ছে কি না। নান্দনিকতারও আবার বহু মাত্রা আছে—হরফের আকার, আকৃতি, তার মাপ, যতি চিহ্নের ব্যবহার, লেখায় শূন্য স্থানের প্রয়োজনীয়তা, রঙের ব্যবহার, ছবি কীভাবে এবং কোথায় বসানো হবে, ইত্যাদি নানা কিছু।



ইউনিভার্সিটি প্রেসের প্রয়াত মুখ্য সম্পর্ক কর্প এডিটিং' শিরোনামে। লেখকের
Take the manuscript of a book
it cannot slip or slide. Please
manuscript, as you read
that may confuse

around
to be

In

around
to be

around
to be

around
to be

around
to be

under
lowered

under
lowered

around
to be

around
to be

indict
both s

indict
both s

around
indent

around
indent

around
indent

around
indent

at left
to be

at left
to be

at rig
to be

at rig
to be

এই নান্দনিকতার সবটাই কিন্তু নিছক সৌন্দর্যায়ন নয়, এর একটা প্রায়োগিক দিকও আছে। লেখার বিষয়ের সঙ্গে পাঠকের সংযোগ তৈরির ক্ষেত্রে সেটা মুখ্য ভূমিকা নেয়। বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা আর চিত্রকলা বিষয়ক লেখার উপস্থাপনা যেমন এক হওয়া উচিত নয়, তেমনই গদ্য ও কবিতার উপস্থাপনায় পার্থক্য থাকবে— সেটাই অভিপ্রেত। স্টাইলশিটের মূল লক্ষ্য এই সমস্ত ব্যাপারগুলির একটা স্পষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করা।

বাংলায় ছাপাখানা আসার আগে যখন হাতের লেখায় পৃথি, চিঠি বা বিভিন্ন নথি (দলিল-দস্তাবেজ) তৈরি হত তখনও তথ্যের স্থায়িত্ব সাধনের পাশাপাশি তার সৌন্দর্যায়নের দিকেও লক্ষ রাখা হত। সুচারু হাতের লেখায় দক্ষ একদল লিপিকর তাদের অস্তিত্বের জানান দিয়েছিল— লিপিকরদের হাত ধরেই ক্যালিগ্রাফি নামক একটি শিল্পিত মাধ্যম তৈরি হয়েছিল শুধু এদেশেই নয়, সারা পৃথিবীতেই। এই সেদিনও আমরা দেখেছি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শংসাপত্র লেখার জন্য মাইনে করা শিল্পী থাকতেন।

১৪৩০ সালে জোহানেস গুটেনবার্গ নামে এক জার্মান সোনার ব্যবসায়ী আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন। এর আগে চীনে এবং ইয়োরোপে কাঠের ইঁকের মাধ্যমে মুদ্রণের কাজ চলত। গুটেনবার্গের আবিষ্কার হঠাতে করে মুদ্রণের বিশ্বায়ন ঘটাল। ভারতে ছাপাখানা প্রথম নিয়ে আসে পোতুগিজরা গোয়ায় ঘোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে (১৫৫৬-৫৭ সাল)। বাংলায় ছাপাখানা এল এর প্রায় দুশো কুড়ি বছর পরে ১৭৭৮ সালে। হ্যালেডের *A Grammar of the Bengal Language* হল এদেশে ছাপানো প্রথম বাংলা হরফ যুক্ত বই, বইটি ছাপা হয়েছিল হগলির জন অ্যানডুজ নামে এক পুস্তক বিক্রেতার প্রেসে। ১৭৭৮-এর আগে ভারতের বাইরে থেকে অন্তত আটটি বাংলা হরফযুক্ত বই ছাপা হয়েছিল— কিন্তু সেগুলি সবই ইঁকের মাধ্যমে, ধাতুর বিচল হরফ (moveable metal type) ব্যবহার করা হয়নি সেখানে। এক এক বইতে এক এক রকম রূপ ছিল তার।

ছাপাখানা আসার ফলে বাংলা হরফের দ্রুত প্রমিতকরণ ঘটল, যে কাজ তার আগে প্রায় ৮০০ বছর ধরে থারো থারো ঘটেছে। হ্যালেডের বইতে যে বাংলা হরফের ছাঁদ আমরা দেখি, পরবর্তী পঞ্চাশ-ষাট বছরে তার চেহারায় বদল এসেছে সব থেকে বেশি। শুধু হরফের চেহারাই নয়, ছাপার পদ্ধতি এবং বইয়ের চেহারায় বদল ঘটেছে। অস্তাদশ শতকের শেষ পাদ থেকেই ছাপাখানার বিপ্লব ঘটেছে সারা বাংলায়— শুধু কলকাতা নয়, কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জেলায়। বাংলার মুদ্রণ ইতিহাসবেত্তা গ্রাহাম শ তাঁর বইতে হিসেব দিয়েছেন ১৭৭৭ থেকে ১৭৯৯-এর মধ্যে শুধু কলকাতায় প্রায় ১১টি প্রেস স্থাপিত হয়, ১৭৮৮ থেকে বছরে প্রায় ১০০টিরও বেশি বই ছেপে বেরোয়, ১৭৯৯ সালে মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৩৬৮। বাংলা প্রকাশনার অলিখিত স্টাইল

ম্যানুয়ালের গড়ে ওঠার পেছনে এই প্রেসগুলির গুরুত্ব অনন্ধিকার্য। চার্লস উইলকিন্স, জোসেফ শেফার্ড এবং পঞ্চানন কর্মকার এই তিনি জন মানুষের হাত দিয়ে হ্যালেডের বাংলা ব্যাকরণ ছাপিয়ে যে জয়বাটা শুরু হল তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বহু দেশি বিদেশি মানুষের সশ্রম চিন্তা সহায় হয়েছে। মালদায় চার্লস উইলকিন্স-এর প্রেস (যা পরে কলকাতায় চলে এসে Honourable Company's Press নামে পরিচিত হয়), জেমস অগস্টাস হিকির প্রেস, ক্রনিক্ল প্রেস, শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস, কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, হিন্দুস্তানি প্রেস, পার্শ্বিয়ান প্রেস, খিদিরপুরের সংস্কৃত প্রেস, গিরীশ বিদ্যারত্ন প্রেস, কলুটোলার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়, বউবাজারের আলেবেন্ডার সাহেবের ছাপাখানা, মিরজাপুরের মুনশি হেদাতুল্লাহ ছাপাখানা ও সম্বাদ তিমিরনাশক যন্ত্রালয়, দুর্শরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সংস্কৃত প্রেস-এর মতো বেশ কিছু ছাপাখানার পাশাপাশি টাইপ তৈরি এবং কাগজের জোগান দেওয়ার জন্য গড়ে ওঠে বিভিন্ন সাহেবি ও দেশি উদ্যোগ। বিভিন্ন টাইপ ফাউন্ড্রি তৈরি হয়। এই টাইপ ফাউন্ড্রিগুলি বাংলা হরফের বিবর্তনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

হরফের পাশাপাশি বই প্রকাশনার অন্যতম মূল্যবান অংশ হল সম্পাদনা ও প্রক্ষ সংশোধন। সম্পাদনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে শব্দ চয়ন, শব্দের বানান বিধি, যতি চিহ্নের ব্যবহার, বিষয় বিন্যাস, উপযুক্ত হরফ নির্বাচন, রঙের ব্যবহারের মতো হাজারো প্রক্ষ। বলা বাছল্য এ ব্যাপারে বাংলা বইয়ের কোনো সর্বজনমান্য আদর্শ এই সেদিন পর্যন্ত ছিল না। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের বাংলা বইয়ের বিন্যাস রীতি গড়ে উঠেছিল ইয়োরোপীয় মুদ্রণের আদর্শ অনুসরণ করেই। তবে ব্যতিক্রম তো থাকেই— ভবনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত ছেপেছিলেন “বিশুদ্ধ হিন্দুমতে” — ছাপার কালি তৈরি হয়েছিল গঙ্গাজল দিয়ে, কম্পোজিউরের সকলে গৌঁড়া ব্রাহ্মণ, বইয়ের চেহারা পুঁথির মতো। আর প্রফেরে সংশোধনের ব্যাপারে সাহেবেরা তো বাঙালি কম্পোজিউরদের এক হাত নিয়েছেন। উইলিয়ম জোন্স কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন— “The composers in this country are shamefully inaccurate”। কম্পোজ করায় ভুল আর সংশোধিত প্রফের প্রতিফলন বইতে দেখতে না পাওয়ার অভিযোগ সেদিন যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে। এর মধ্যে ছাপার প্রযুক্তিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে— উনিশশতকের ছাপাখানা লাইনেটাইপ, মনোটাইপ, অফসেটের রাস্তা মাড়িয়ে বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির কাঁধে সওয়ার হয়েছে। তারই পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতীর বানানবিধি, আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব ব্যবহারবিধি, বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমির নিজস্ব বানানরীতি, বাংলাদেশের প্রথম আলো এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগে বানান ও ভাষারীতি আমাদের হাতে হাতে এসেছে। এগুলো আমাদের ভাষা ব্যবহারের একটা মোটামুটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছে। বিশেষত সংবাদপত্রের হাত ধরে



বাংলা ছাপার একাধিক ভাষা ও বিন্যাসরীতি গড়ে উঠেছে। ইংরেজিতে আমরা দেখেছি সমাজ বিজ্ঞান (APA Style বা ASA Style), রসায়ন (ACS Style), টিকিংসাবিদ্যা (AMA Style), ভৌতবিজ্ঞান (CSE Style), সাংবাদিকতা (AP Style), আইন (Bluebook), সরকারি প্রকাশনা (USGPO Style/AGPS Style) অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা আলাদা ভাষা ও বিন্যাসরীতি মেনে চলা হয়, সার্বিক ভাবে যে কোনো প্রকাশনার জন্য শিকাগো ম্যানুয়াল অফ স্টাইল (বর্তমানে সপ্তদশ সংস্করণ বাজারে এসেছে) বা অক্সফোর্ড স্টাইল (Hart's Rules for Compositors and Readers at the University Press) অনুসরণ করা হয়। বাংলার ক্ষেত্রে এরকম সর্বজনমান্য বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত বিন্যাসরীতি গড়ে উঠেছে। তবে আশা কথা আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষৎ ২০১৮ সালে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, স্পেন, পোল্যান্ড, জাপান, চীন, আমেরিকা, জার্মানি, অস্ট্রিয়ার বহসৎ্যক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে একটি বিস্তারিত বিন্যাসবিধি এবং উৎসনির্দেশরীতি তৈরি করেছে। তবে এটিকে প্রকৃত অর্থে স্টাইল ম্যানুয়াল বলা যাবে না— ভাষারীতি বিষয়ে এই বইটি নীরব।

আমাদের বর্তমান লেখার উদ্দেশ্য স্টাইল ম্যানুয়াল তৈরি করা নয়, বাংলায় স্টাইল ম্যানুয়ালের কী অবস্থা সেটা একবার দেখে নেওয়া। তাই এর সঙ্গে একটা নির্বাচিত রচনাপঞ্জি আমরা জুড়ে দিলাম যাতে করে উৎসাহী পাঠক, লেখক, প্রকাশক এ সবের খোঁজ করে হাতের কাছে রাখতে পারেন বা এই সমস্ত উপাদান ব্যবহার করে নতুনতর কোনো নির্দেশিকা আমাদের হাতে তুলে দিতে পারেন। আমাদের এই তালিকা সম্পূর্ণও নয়, বিকল্পরহিতও নয়।

নির্বাচিত রচনাপঞ্জি:

- ১। অর্থগান সরকার, ২০১৫। সম্পাদনার প্রথম পাঠ, ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনসিটিউট।
- ২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০০১। তিতি ক্ষণকাল : বাংলা বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
- ৩। কামরুল হাসান শায়ক, ২০১৮। মুদ্রণশৈলী : নান্দনিক প্রকাশনার নির্দেশিকা (প্রকাশনা বিষয়ক সিরিজ-এক), ঢাকা : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি।
- ৪। কামরুল হাসান শায়ক, ২০১৮। পাবলিপি প্রস্তুতকরণ সম্পাদনা প্রফরিডিং (প্রকাশনা বিষয়ক সিরিজ-দুই), ঢাকা : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি।
- ৫। খান মাহবুব, ২০১৮। গ্রন্থচিন্তন, ঢাকা : কথাপ্রকাশ।

তাই! প্রফরিডারকে জানতে হবে যান্মা—

New Proof Reader by Victor Avdeyev—থেকে একটুখানি উদ্ভুত দিই:
 "Why Apartsev!" Mazharov Slapped the newspaper again and his face turned a deeper red. "There are mistakes in the issue! Do you know what may pupils do with the Tribune? They just buy it and fish it like a support to them. Really, Apartsev,

(short)

L.I. ১০৮

ওয়া আমার প্রতি অবিচার।

স্থান : নির্মলকুমারী মহলানবিশকে) →
 এই তার কিছুই জানিনে। ফর্ম চারেকের ফাইল
 সমস্যাকে বন্ধ। আমার প্রতি নিতান্ত নিষেস্পর্ক

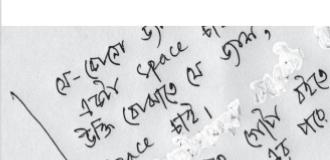
TWS /

প্রতি এরকম নিষ্ঠুর আইন চালায়ান।

Small type → প্রতাংশ।। রবীন্দ্রনাথ : মে
 # → ও

- ৬। জ্যোতিভূষণ চাকী, ২০০১। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ: আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহারবিধি,
 কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
- ৭। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, ২০০৫। বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন : আনন্দবাজার
 পত্রিকা ব্যবহারবিধি, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
- ৮। পবিত্র সরকার, ২০১৯। বাংলা লিখন : নির্ভুল, নির্ভয়ে, ঢাকা : কথাপ্রকাশ।
- ৯। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৪। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গৃহীত বাংলা
 বানানবিধি, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।
- ১০। প্রবীর কুমার লাহা, ১৯৯২। পঞ্চ সংশোধন নির্দেশিকা, কলকাতা : নিউ বেঙ্গল প্রেস।
- ১০। বাংলা একাডেমী, ২০১২। বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম, ঢাকা : বাংলা
 একাডেমী।
- ১১। বিশ্বভারতী, ১৪২২। বানান ও বিন্যাস-বিধি, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।
- ১২। মাহবুবুল হক ও অন্যান্য, ২০১২। প্রথম আলো ভাষারীতি, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন।
- ১৩। শামসুজ্জামান খান এবং অন্যান্য সম্পাদিত, ২০১৮। বঙ্গবিদ্যা উৎসনির্দেশরীতি, কলকাতা
 : আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষৎ।
- ১৪। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ও অন্যান্য সম্পাদিত, ২০১৮। বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ,
 ঢাকা : বিভাস।
- ১৫। সুভাষ ভট্টাচার্য, ১৯৯৭। বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান : আনন্দবাজার পত্রিকা
 ব্যবহারবিধি গ্রহমালা, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
- ১৬। সুভাষ ভট্টাচার্য, ২০০৩। আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স
 প্রাইভেট লিমিটেড।
- ১৭। হায়াৎ মামুদ ও মোহাম্মদ আমীন, ২০১৯। প্রমিত বাংলা লেখার নিয়মকানুন: বাংলা বানান
 শেখার সহজ উপায়, ঢাকা : পুর্ণিলয়।
- ১৯। Indian Standards Institution, 1959. *Indian Standard Proof Corrections for
 Printers and Authors*, New Delhi : Indian Standards Institution.

এই লেখা তৈরি করতে গিয়ে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি : সুম্মাত চৌধুরী, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়,
 আবু জার মো. আককাস, রফিক-উর-মুনির চৌধুরী, আহমদ মাযহার, আলম খোরশেদ, পবিত্র
 সরকার, বিশ্বজিৎ রায়, সীপাহু, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাহাম শ, ফিওনা জি. ই. রস। যাঁদের
 নাম ভুলে গেলাম তাঁরা সংখ্যাগুরু।



ବହିମେଲାର ବହି

ଶକ୍ତୁ ଅଭିଯାନ ପ୍ରସେନଜିଙ୍କ ଦାଶଶୁଷ୍ଟ

ସତ୍ୟଜିଂରାୟ ଚିତ୍ରିତ ୪୦୦ ଟାକା

ପ୍ରୋଫେସର ଶକ୍ତୁ ଡାଯେରି ଲିଖିତେନ ନିଜେର କଥା ଭେବେ । ତାଁର ସମସ୍ତ ଅଭିଯାନେର ଖବର ଆପାମର ବାଙ୍ଗଲିର ଜାନା । କଙ୍ଗାଣ ଓ ବିଜ୍ଞାନେର ଜଟିଲ ସମୀକରଣ ମୁହଁ ପ୍ରୋଫେସର ତ୍ରିଲୋକେଶ୍ଵର ଶକ୍ତୁ ଆମାଦେର ଅତି ଆପନାର ଜନ । ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର ଥେକେ ବୁଦ୍ଧିତେ କରେକ ଆଲୋକବର୍ଷ ଏଗିଯେ । ପ୍ରୋଫେସରେର ନାଗାଳ ନା ପାଓ୍ୟାଯ ମାନୁସଟିକେ ଜାନା ଓ ଚେନାର ଚେଷ୍ଟା କରାତେ ହୁଲ ତାଁର ପ୍ରକାଶିତ ଡାୟରିଗୁଲି ଥେକେ ଆହରିତ ତଥ୍ୟାଫଲାଳୀ ଓ କିଛି ଯୁକ୍ତିସଂଗ୍ରହ ଅନୁମାନେର ଭିତ୍ତିତେ । ଶକ୍ତୁର ସନ୍ଧାନେ କରା ସେଇ ଅଭିଯାନେର ଫଳାଫଳ ଏହି ବହି ।

ସ୍ଵାଦ-ସାଧନାର ଆଖଡ଼ାବାଡ଼ି ସୋମବର ସରକାର

ପାର୍ଶ୍ଵ ଦାଶଶୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ରିତ ୪୫୦ ଟାକା

ଦୁଇ ବାଂଲାର ଆନାଚକାନାଟେ ଫକିର ବାଉଲ, ଦରବେଶ, ବୈଷ୍ଣବ, ସହଜିଯା ଆଖଡ଼ାବାଡ଼ିତେ ଗୁରୁ- ମୁର୍ଶେଦଦେର ସାଧନା, ଆଚାର, ଜୀବନପ୍ରବାହ, ଖାଓ୍ୟା- ଦାଓ୍ୟା, ଆଶା, ପ୍ରେମ, ମା- ଗୁରୁଙ୍ଦେର ମେହମୟୀ ଆବହନଟା ଆଦିତେ କୀ ରକମ ସେଇ ବୃତ୍ତାନ୍ତେ ଛଢିଯେ ରଯେଛେ ଗୋଟା ବହି ଜୁଡ଼େ । ଗୁରୁର କାହେ ତତ୍ତ୍ଵର ପାଠ ନେଇୟାର ପାଶାପାଶି ମା ଗୁରୁର ନିବିଡ଼ ମେହଚ୍ଛାୟାର ତିଲତିଲ କରେ ସେଜେ ଓଠେ ନିତ୍ୟସେବା । ଆଖଡ଼ାଯ ବାଉଲ ଫକିର ସାଂହିତୀ ଦରବେଶେର ସମାଗମେ ସ୍ଵାଦ ସାଧନାର ବିଚିତ୍ର ଆୟୋଜନ । ସୁଖାଦେର ଏହି ବୈବବେର ସଙ୍ଗେ ଜୁଡ଼େଛେ ନିରାକାରେର ସାଧନାଯ ନିବେଦିତ ଗୀତ, ଈଶ୍ୱର ବନ୍ଦନାଯ କାଁଥାର ଭୂମିକା ଆର ଅଜ୍ଞନ ଟିକାଯ ଦୁଇ ବାଂଲାର ସାଧକ ପରିଚିତି, ସର ସରାନା, ସାଧନ ସଂକେତ । ଏହି ବହି ଗୁରୁ- ମୁର୍ଶେଦେ ଦୀକ୍ଷା ପେଇୟ ସାଧନସଂସିଦ୍ଧୀର ସହାୟତାଯ କୀଭାବେ ଯୁଗଳ ଭଜନା, କାୟାବାଦି ଦେହସାଧନା ଏଖନେ ନିଶ୍ଚୁପେ ସ୍ଵମିମାଯ ଦାଁଡ଼ିରେ ଆଛେ, ତାରିଇ ଏକ ପୁଞ୍ଜୁନ୍ପୁଞ୍ଜ ନରୀନ ଆଲେଖ୍ୟ ।

ରମୁଇବାଗାନ ଜାଯୋଦ ଫରିଦ

ବାସୁଦେବ ପାଳ ମଜୁମାର ଚିତ୍ରିତ ୪୦୦ ଟାକା

ଜୀବନେର ରାନ୍ଧଘରେର ଦାଓ୍ୟାଯ ବସେ ଦେଖା ସାମାନ୍ୟ ଦୁଦିଶୁ ଗାଛପାଳା ଆର ବାହିଲତାର ସମାହାର ରମୁଇବାଗାନ । ଇରୋକୁଯା, ମିକମ୍ୟାକ ନେଟିଭ ଇଭିନ୍ୟାନର ପାଇ ତିନଶୀ ବହର ଆଗେ ଥେକେ ବାନାଯ ମ୍ୟାପଳ ସିରାପ । ପ୍ରାୟ ପାଁଚ ହାଜାର ବହରେର ପୁରାନେ ମେକ୍ସିକୋର ଏକ ଗୁହ ଥେକେ ମିଲେଛେ ଅନଶ୍ଲତାର ବିଜେର ଥିଏ । ସା ଆମ୍ବଲେ ଆଦିମ ମାନୁଷେର ପରିପରନ । ପ୍ରାଣେସ୍ଟାଇନେ ଫଣିମନସାର ଲାଲ ଆର ମେରନ ଫଲେର କଦର ଖୁବ ଜେଲି ତୈରିର ଜନ୍ୟେ । ଏମନ କୀ ସଚରାଚର ଜାନେ କେଉ, ସେ ସରଜ୍ୟାର କମ୍ଦ ଥେକେ ଭିଯୋତନାମେ ତୈରି ହୁଏ ସ୍ଵଚ୍ଛ ସେଲୋଫେନ ନୁଡୁଲସ ।

ଭାଲବାସି ତାଇ ଜାନାଇ ଗାନେ ଅରଣେନ୍ଦୁ ଦାସ

ଏ ଏଫ ଏମ ମନିରଙ୍ଗମାନ ଶିଗ୍ପୁ ଚିତ୍ରିତ ୬୦୦ ଟାକା

ଅନେକେହି ଅରଣେନ୍ଦୁକେ ଚିନି ‘ମହିନେର ଘୋଡ଼ାଗୁଲି’-ର ନାମେ । ତାଁର ଗାନଗୁଲିଓ, ‘ମହିନେର ଘୋଡ଼ାଗୁଲି ସମ୍ପାଦିତ’ ଅୟାଲବାମେ ଥାକାର କାରଣେ ‘ମହିନେର ଗାନ’ ବଲେଇ ଅନେକେର କାହେ ପ୍ରଚଲିତ । କିନ୍ତୁ ମହିନେର ସଙ୍ଗେ ତାଁର ଯୋଗ କଟଟା, କବେ ଥେକେ ଏବଂ ତାର ବାହିରେଓ ଛଢିଯେ ଥାକା ତାଁର ବିଚିତ୍ର ଜୀବନ ଓ ଅଜ୍ଞ କାଜେର କଥା ଉଠେ ଏସେହେ ପାତାଯ ପାତାଯ । ଏହି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖା ନା ହେଲ ବାଂଲା ଗାନେର ଯୁଗବଦଳ ଓ ଉତ୍ସରାଧିକାରେର କାହିନିତେ ଏକଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଥେକେ ଯେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରେ ।

দুই বাংলার পাইস হোটেল সম্পাদনা সামরান হৃদা, দামু মুখোপাধ্যায়

স্মারক রায় চিত্রিত ৪৫০ টাকা

কালে কালে সব শহরেই ভোল বদলাল। কাঁচা সড়ক পাকা হল, পালকি-ফিটনের বদলে ছুটল
ঝাঁচকচকে মোটরগাড়ি, গ্যাসবাতি নিভে গিয়ে এলাইডির রোশনাই দিনকে রাত করল, বনেদিবাড়ির
দালান ফাঁকা করে আকাশছাঁয়া ইমারতের কবুতরখোপে উড়ে গেল একান্নবর্তীর খড়কুটো।
তবু গিয়েথুয়ে রায়ে গেল কিছুমিছু হাতে টানা রিকশা, টিকিধারী ট্রাম, বাকরখানির দিস্তে,
কালীঘাটের কুকুর আর গুটিকয় হাড় জিরিজে ভাতের হোটেল। শুধু মহানগর নয়, দুই বাংলার
শহর মফস্সল বাজার বন্দরে এমন বেশ কিছু সাবেক ঠিকানা টিকে আছে বহাল তবিয়তে।
অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে যুগে যুগে টিকে থাকে পাইস হোটেল, আষ্টেপ্টে জড়িয়ে থাকে অঙ্গনতি
চরিত্র, আজস্র গল্প, অযুত অবিস্মরণীয় মুহূর্তের শলমা-জরি আংরাখা।

বাজার ভ্রমণ সম্পাদনা সামরান হৃদা, সুমেরু মুখোপাধ্যায়

উপমা চক্রবর্তী চিত্রিত ৪৫০ টাকা

নানাদিক খতিয়ে দেখে তবেই জোব চার্নক ডেরাডাতা গেড়ে বসেছিলেন কলকাতায়। সুতানুটির
সুতোর হাট, বাজার কলকাতার বিরাট বাজার আর গোবিন্দপুরের চালের হাট ছিল এই আকর্ষণের
প্রধান কাগণ। বাজার গেরহস্তের স্মৃতি। হারানো স্মৃতির সন্ধানে গেরহস্ত সারা বাজার পায়ে হেঁটে
ঘূরতে থাকেন। যে ঝাতুপরিবর্তন পায়ারার খোপের ফ্ল্যাটে অধরা সেই বালিকার রঙিন ফুক
মেলে বসে থাকে আমাদের বাজারসফরের পথে পথে।

লেডিজ ট্যালেট সম্পাদনা শ্রাবণ্তী ঘোষ

সমীক্ষণ চিত্র সেফটিপিন ৩০০ টাকা (সুলভ সংস্করণ)

বিভিন্ন পেশায় বিভিন্ন অবস্থায় ট্যালেট এবং লেডিস ট্যালেটের সঙ্গে লেডিসদের সম্পর্কের কথা
উঠে এসেছে নানান বয়ানে। আলোচনা করা হয়েছে মেশ্ট্রুয়েশনের দিনগুলোর কথা। সব
লেখাই এখানে এক-একটা ব্যক্তিগত সক্ষট, জার্নিল কথা। কিন্তু, সবটাই মেয়েদের কথা। কোথাও
গিয়ে এই বইয়ের প্রতিটা লেখার কষ্ট এক হয়ে যায়। তারা সমস্বরে দাবি করে, মেয়েদের
জন্য রাস্তায়, কর্মক্ষেত্রে, সে ইটভাটাই হোক, বা মাল্টিস্টেরেড বিল্ডিং, সব জায়গায় পরিষ্কার-
পরিচ্ছম শৌচালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই ব্যবস্থা পাওয়া প্রতিটি মেয়ের মৌলিক অধিকারের
মধ্যে পড়ে।

খাদের ধারে ঘর-গার্হস্থ্য হিংসার গতিবিধি সম্পাদনা শতাব্দী দাশ

তৈয়ারা বেগম লিপি চিত্রিত ৪০০ টাকা (সুলভ সংস্করণ)

সারা বিশ্বে প্রতিদিন গড়ে একশো সাইত্রিশ জন নারী তাঁদের অস্তরঙ্গ সঙ্গী বা পরিবারের
সদস্যদের হাতে খুন হন। ঘর নারীর জন্য নাকি বাইরের থেকেও ঝুঁকিপূর্ণ। অথচ গৃহহিংসা নিয়ে
প্রকাশ্যে আলোচনা এখনও একরকম সামাজিক ট্যাবু। কীরকম অবস্থায় দিন কাটান এই
নির্যাতিতরা? অত্যাচারীই বা কেমন সামাজিক শিক্ষা বা মানসিক গঠনের ফলে অত্যাচারী হয়ে
ওঠে? গৃহহিংসার পরিবেশে শিশুদের কী অবস্থা হয়? আমাদের ঐতিহ্য কীভাবে গৃহহিংসাকে
পুষ্ট করেছে? ৪৯৮ক কী সত্যি ছিল এক কালা কানুন? কারা কাজ করছেন বর্তমানে গৃহহিংসা
নিয়ে? এই সব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করার চেষ্টা করল বইটি।

মুক্তি নং: চিত্র ৮৬

সন্দীপন সম্পর্কে দুটো একটা কথা যা আমরা জানি

সম্পাদনা অদীশ বিশ্বাস, প্রবীর চক্রবর্তী

হিঁগ মিত্র চিত্রিত ৫৫০ টাকা

সন্দীপনচর্চার এই দলিল তৈরি হয়েছিল নববইয়ের দশকে। আমাদের ভাষার যতটুকু শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াবার ক্ষমতা, তার পিছনে সন্দীপনের গদসাহিতের বিশেষ কিছু ভূমিকা আছে। তা আধুনিক, তা সাহসী। এবং তার উপজীব্য যে অপারগতা, অসুস্থতা, অসুখী মনোভঙ্গী, যা সেই তত্ত্বকে হাজির করে লেখা ও লেখক অবিচ্ছেদ্য। সেই সত্য-সম্পর্ককে তুলে ধরতেই শেষ পর্যন্ত আলোচনাগুলি আবার দৃঢ় মলাটে।

তৃণ রতন ভট্টাচার্য

ভাস্কর হাজারিকা চিত্রিত ৬০০ টাকা

দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের বহু ছিমুল বাঙালি পরিবার ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার মতো আসামেরও বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কার্যত বারো-তেরো বছরের মধ্যেই তাঁদের জীবন আবার ভরে উঠল অনিশ্চয়তায়। ৬০সালে শুরু হল ‘বাঙালি খেদ’ আন্দোলন। প্রথমবারের ধাক্কা সামলে উঠলেও, আসামের বাঙালি জীবনকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল এক বিশাল প্রশংসিত্বের সামনে। স্থায়ী বাসভূমির যে অব্যেষণ শুরু করেছিল তা আজও চালিয়ে চলেছে আসামে ঠাই নেওয়া উদ্বাস্ত্রে। সারা বিশ্বের অগনিত উদ্বাস্ত্র মানুষের শূন্য হৃদয়ের শব্দ-ছবি এই বই।

মাটির তেলের আলো

লেখা ও ছবি অভিজিৎ সেনগুপ্ত ৪৫০ টাকা

রেললাইন পাতার কাজ চলছে আসামের বোঙাইগাঁওয়ে। তৈরি হচ্ছে তেল শোধনাগার। উন্নয়ন রথের তদারকিতে বেশ কিছু দিন সেখানে কাটাতে নজরে পড়েছিল শ্রমিকদের বিচ্ছি জীবন, বিবিধ উপাখ্যান। মানুষের আশা নিরাশার পাশাপাশি অস্তর্ঘাত এইভাবেই পাতায় পাতায় লেখা হয় শ্রমজীবী মানুষের জীবন। যুগে যুগে শ্রমিকেরাই জীবন শতরঞ্জির বিচ্ছি বিভঙ্গ অনুপম ভঙ্গিমায় নিক্ষেপ আঁধারে ফুটিয়ে তুলেছে মাটির তেলের আলো।

অন্তর্ধানে অনুসন্ধানে সঞ্জয়ের আসাম, সঞ্জয় ঘোষের ডায়েরি ও অন্যান্য লেখা

সংকলন ও সংযোজন সুমিতা ঘোষ ভাষাস্তর মনোতোষ চক্রবর্তী

আলোকচিত্র ধ্বনি দন্ত ৩৫০ টাকা

গত শতকের নয়ের দশকে সন্ত্রাসদীর্ঘ আসামের মাজুলি অধ্বলে সমাজকল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী কাজে আগ্রানিয়োজিত ছিলেন মেধাবী উন্নয়নকর্মী সঞ্জয় ঘোষ। যোলোমাসের সেই উন্নদীপক কাজকর্মের অবসান হয় সঞ্জয় ঘোষের অপহরণের পর। সঞ্জয়ের বিভিন্ন লেখায় আসাম তথা উত্তর পূর্বাধ্যলের এক চলমান দর্পণের সঙ্গে সেই উপন্নত সময়ের আর্তন্ত্ব, বিশাদ ও উদ্বেগের অন্তর্ধান ও অব্যেষণ প্রচেষ্টা।

পদদেশে নেই জন্মভূমি

লেখা ও ছবি অদীশ বিশ্বাস ৩০০ টাকা

বাংলা পড়তে পড়তে অমলবাবুর ফিজিঝের ক্লাসে নিজেকে আবিষ্কার করে মফস্বল থেকে আসা সদ্য তরণ, বাইরে রাস্তায় প্রতুল মুখোপাধ্যায় গেয়ে বেড়াচ্ছেন বিদ্রোহের গান, ন্যাশনাল

ଲାଇଟ୍‌ରେଇତେ କ୍ଷିଣିଦୃଷ୍ଟିର ଅଶୀନ ଦାଶଗୁଡ଼ିପ୍ରେ ଗାନ୍ଧି ବିଯକ୍ତ ବହିଯେର ‘ରାଇଟା’ ବାମପଥ୍ତି ଅନ୍ଦୀଶ । ସୁତରାଂ ଇନ୍ଟାରଡିସିପିନାରି ଚର୍ଚାର ହାତ ଧରେ ରାସ୍ତା ପାର ହଛିଲ ମୁକ୍ତିଚିନ୍ତା । ଆର ଦେଶ ନାମକ ହାହାକାର ଥେମେ ଗେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଜମ୍ଭେର କାଳ୍ୟା ପଡ଼େ ନେଇ କିଛୁ ଅତିରିକ୍ତ । ଏହିଭାବେ ଶେଷ ହୟ ଜୀବନ, ଏକଦିନ ପାଠକେରା ଖୁଁଜେ ପାଯ ଲେଖକେର ଶବ, ପଦଦେଶେ ଜନ୍ମଭୂମି ନେଇ ତାଁ ତାଁ ।

ବନବାସେ ବନ ଆବାସେ ୧, ୨ ଜଗନ୍ନାଥ ଘୋସ

ହିରଣ ମିତ୍ର ଚିତ୍ରିତ ୫୦୦ ଟାକା (ପ୍ରତିଟି)

ବାଂଗାର ବନେ ବନେ ନିଭୃତେ ସ୍ଥରେଛେନ ତିନି ଗତ ଚଙ୍ଗିଶ ବହର । ଆଲାପ ହେଁବେ ବନଚାରୀ ସୁଜନେର ସଙ୍ଗେ । ସାରା ଗାୟେ ସେପଟିଗିନେର ପସରା ଆଁଟା ଡାଲା ଭାଉର ଥେକେ ଚୋରାଶିକାରୀ ମାନୁଷେର ବନ୍ଧୁ ଟାଇଗାର ଆକ୍ରେଲ, ଜଙ୍ଗଲେର ମଧ୍ୟେ ନିର୍ବାସନ ଦେଓୟା ହାତ ପା ଖେସ ଖେସ ପଡ଼େ ଯାଓୟା କୁଠ ରୋଗୀଦେର କଲୋନି । ପ୍ରକୃତିର ଉଦ୍ଦାସ କାବ୍ୟେର ଲାଞ୍ଛିତା ନଦୀ ଓ ତାକେ ଝୁଁଝେ ଫେଲା ନୀଳ ପାହାଡ଼େର ଗାୟେ ଲେଗେ ଆଛେ ହାତି ଖେଦ୍ୟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ପୁରକ୍ଷାର ପାଓୟା ଭୀମ ମାହାତୋର କରଣ କାହିନି । ପାହାଡ଼ ଝୋରାର ରଂ ବାହାର ମାଛ, ସୁଗନ୍ଧୀ ଚାଲେର ସୁବାସ ନିଯେ ହାଜିର ଅଜ୍ସ ବନ ବାଂଲୋର ଗଲ୍ଲ ।

ଆଶମାନ ଜମିନ ସେଲିମ ମଲିକ

ଶୁଭକ୍ଷର ଚତ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରିତ ୨୫୦ ଟାକା

ଏକଟା ପୁରନୋ ଆୟନାତେ ଏକଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଯ ସହସା ଭେଦେ ଉଠେଛେ ପର ପର କିଛୁ ଅତୀତଦିନେର ଛବି କିଛୁଟା ସ୍ପଷ୍ଟ, କିଛୁ-ବା ହାରିଯେ ଫୁରିଯେ ଗେଛେ । ଲେଖାଣ୍ତିର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟେ ଜେଗେ ଏମନ ଏକ ଥାର୍ମସମାଜ, ଯେଥାନେ ନିର୍ମବିତ କୃବିଜୀବୀ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନେର ପାଶାପାଶି ମିଳିମିଶର ବାସ, ସେଖାନକାର ବେଶିର ଭାଗ ମାନ୍ୟ ଆଜିଓ କଥା ବଲେନ ନା ମାନ୍ୟ ଚଲିତ ବାଂଲାଯ । ଏଥାନେ ‘ପଥେର ପାଁଚଲୀ’ର ଦର୍ଶନ ଆର ଅପୁର ବିଶ୍ୱଯ ଗରହାଜିର, କିନ୍ତୁ ଅନାବିଲ କୈଶୋରକ ଆନନ୍ଦ ଏହି ବହିଯେର ଅତ୍ସରଙ୍ଗ ଚରିତ୍ର, ଯା ବିଷୟମୂହକେ ସାଜିଯେଛେ ରାପେର ଆରିତ୍ତେ ।

ଦିଗନ୍ତଦୀୟିର ସୀମା ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ

ପ୍ରଥମେ ମାଇତି ଚିତ୍ରିତ ୨୫୦ ଟାକା

ଶହରେ ଥାବାୟ ଦିଶେହାରା ହୟେ ପଡ଼େ ଜନପଦ । କଳକାତା ବିମାନବନ୍ଦରେର ଆଶେପାଶେ ଅନେକ ଆଦିବୀଶୀର ବାସ । ଏଯାରପୋଟେ ଭିତରେର ହାରାନୋ ଜମିତେ ଧାନଚାଷ କରେ ତାରା । ବିଯେର ପର ଏଥାନେଇ ଗଡ଼େ ଓଠେ ପାଇଁ ସୀମାର ସଂସାର । ତାଇ ଏହି ବିଷ୍ଟ ଜୁଡ଼େ ଆଛେ ବିମାନେର ଅଜ୍ସ ଓଡ଼ାଓଡ଼ି, ପତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଶଶଦେ ଯେଣ ଭେଦେ ପଡ଼େ ଆକାଶ । ଏକଦିନ ଘଟେ ତା, ବିମାନ ଉଡ଼େ ଗେଲେ ରାଯେ ଯାଯା ଶବ୍ଦେର ରେଶ, ଏକ ମାତ୍ର ସତାନ ଦୀଘିରେର ଚଲେ ଯାଓୟାର କରକ୍ଷ ଶୂନ୍ୟତା । ପୁଞ୍ଜେ ପୁଞ୍ଜେ ଲିଖେଛେନ ଜମଦାତୀର ଦିନଲିପି । ନିଯତ ସନାଯାମନ ଆଁଧାରେ ତାନିଷ୍ଠ ବିବରଣେର ଦିଗନ୍ତସୀମା ତାଇ ରାଯେ ଗେଛେ ଦୀଘିର ନାମକ ଦିଗନ୍ତେ ଆବଦ୍ଧ ।

ବିରଳ ପାତାର ଗାଛ ମୃଣାଳ ଶତପଥୀ

ସୁଭାବ ଭ୍ୟାମ ଚିତ୍ରିତ ୨୫୦ ଟାକା

ସାରା ବିଷ୍ଟ ଜୁଡ଼େ ଦିଗନ୍ତବ୍ୟାପୀ ଯେ ଜେଙ୍ଗଲମହଲ ରାଚିତ ହୟ ତା କ୍ରମାୟରେ ଚୁକେ ପଡ଼େ ପରିଚିତ ନଗରେ ଓ ପଥେର ଏକମେ, ବାସ୍ତବେ ବା ମହାକାବ୍ୟେ । ଯୁଦ୍ଧବିଜୟୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ସୌକର୍ଯ୍ୟରେ କାହିନି ଶୋନାତେ ନା ବସେ ପଥେର ଏକପାଶେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରା ଅନାଡମ୍ବର ମାନ୍ୟକେ ସେ ଦେଖାତେ ଚାଯ ।

দার্শনিকরা যেভাবে বলেছেন, সেই মানুষটি আসলে শোভাযাত্রার ভেতর খোঁজে একজনকে, যার ফেরার কথা ছিল অঢ়চ ফেরেনি, ফেরে না কখনও। সেইসব কথনক্রিয়ার অকথিত বিন্দু বিন্দু অঙ্গ সম্ময় করে নির্মিত হয় বিরল পাতার গাছ।

সাকিন সুতানুটি গগন চতুর্বর্তী

ডেসমন্ড ডয়েগ চিত্রিত ২৫০ টাকা

কলিকাতা চলিয়া গেছে, উভর কলিকাতা রহিয়া গিয়াছে। খাঁ খাঁ দুপুর। চিল উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে গায়ে গায়ে লাগা ছাদ আর জড়মাড়ি করা অসংখ্য ধুলোমাথা তারের উপর। কেন যে মন উড়ে যায়, কোথায় যেন, কবেকার সেই পিছন দিকের পাতায়। যেসব গল্পকে আজকাল বলে পিরিয়াড পিস। পাশাপাশি হাঁটতে থাকে তিনশো বছর আগের কলিকাতা, গমগমে চিৎপুর, হরেক নকশা, খেউড় আর নেশা ছজ্জুত করা পক্ষীর দল।

তিন ছক্কা পুটি সব্যসাচী সেনগুপ্ত

শুভদীপ ভট্টাচার্য চিত্রিত ৩৫০ টাকা

শৈশবজুড়ে বিছিয়ে থাকা লুড়োছকের নামাওঠায় ধরা পড়েছে জীবনের প্রতিচ্ছবি। তুছ বিষয়ে তুতো আঝায়ের উপর অভিমান ভরা গনগনে যৌবনেই আছে রাত জাগা দেওয়াল লিখনে মুঠিবদ্ধ হয়ে ওঠা, সাহস ও স্পর্ধার রাজপথে হাঁটতে কলকাতা চেনা... সমস্তকিছু সার বেঁধে এসে দাঁড়ায়। ভাল, মন্দ, বেদনা, উল্লাস, বিস্ময়। সবকিছু জড়িয়ে মড়িয়ে একাকার। আবার বুকের অন্দরে রাঙ্ক বারলেও সময়মতো তাকে সারিয়ে তুলেছে হরেক ছক্কাপাঞ্জার পুলাটিশ।

আত্মহত্যার সম্পূর্ণ বিবরণী প্রজ্ঞাদীপা হালদার

বাবলি পাল চিত্রিত ৩০০ টাকা

সে অবশ্য সমাজতান্ত্রিক কিছুতে তেমন বিশ্বাস রাখেনি। অথবা ছিল। নয়তো বা কেন গুডবাই লেনিনের অ্যালেক্সের মতো এই ভীমরতি, এই বই। আসলে যে জীবন বিলীয়মান, উহ্য হচ্ছে মফস্বল, তার নেহাত লড়বাড়ে বাঙালিয়ানা নিয়ে, এই এক অসহ অবিচুয়ারি। হয়তো এমন অকিঞ্চিতকর শোকগাথা সকলেরই আছে। এ তল্লাটে স্মৃতি মুছে ফেলার কোনও মেশিন পাওয়া যায় না আপাতত।

মজিদ কাশীনাথ ভট্টাচার্য ৪০০ টাকা

এক স্বপ্নের ফেরিওয়ালা এসেছিলেন ইরান থেকে। ভারতীয় ফুটবলে প্রথম বিশ্বকাপার। খেলেছিলেন সে-অর্থে একটাই মরসুম। কেঁজ্বা ফতে তাতেই। শুরুতে ইস্টবেঙ্গলের ‘আশির বাদশা’, নববইয়ে রাস্তার ফকির। এই বই ধরে রাখল সব প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, স্বত্ত্ব। সিন্দুক খুলে তুলে আনল আটের দশকে বাঁলা ক্রীড়া সাংবাদিকতায় কিংবদন্তিদের। পাতায়-পাতায় মতি নন্দী, অজয় বস্ম, অশোক দাশগুপ্ত। স্মৃতিগন্ধে এই বই এক জীবন্ত ইতিহাস, যা সংরক্ষণে একেবারেই অনুৎসাহী কলকাতার ফুটবল জগৎ।

আমাদের বই

ফেলুন্দা রহস্য প্রসেনজিং দাশগুপ্ত সত্যজিৎ রায় চিত্রিত ৫০০টাকা • পাহাড়ে আহারে দামু মুখোপাধ্যায় আরক রায় চিত্রিত ৫০০টাকা • প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর জীবন সর্দার শিল্প সত্যজিৎ রায়, যুধাজিৎ সেনগুপ্ত ৬০০টাকা • গড়গড়ার মালো পূর্ণা চৌধুরী পার্থ দাশগুপ্ত চিত্রিত ৫০০ টাকা • গদ্যসংগ্রহ ১, ২ রণজিৎ সিংহ খালেদ চৌধুরী চিত্রিত, আলোকচিত্র রণজিৎ সিংহ ৬০০ টাকা (প্রতিটি) • এক জীবন সুন্দরবন অভিজিৎ সেনগুপ্ত যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত ৫০০টাকা • খেয়া পারের খেয়ালি বন সীমা গঙ্গোপাধ্যায় প্রগবেশ মাইতি চিত্রিত ৩৫০টাকা • রিনুর বই রিনি বিশ্বাস ভাস্কর হাজারিকা চিত্রিত ৩৫০টাকা • দস্তরখান গোরা রায় আরক রায় চিত্রিত ৩৫০টাকা • দশকর্ম ভাণ্ডার যোষিতা দেবৱাতি শেষ্ঠ চিত্রিত ৪০০টাকা • দ্রোহকালের দামিনী মুক্তিযোদ্ধাদের কথা সংগ্রহ ও আলোকচিত্র কার্লোস সাভেদ্রা, গ্রহণা ও সম্পাদনা বার্ণ বসু আবদুস শাকুর শাহ চিত্রিত ৪০০টাকা • একদাদা একান্তর দৃঢ় সুবের ঝাপি সন্ধ্যা রায় সেনগুপ্ত সোমা সুরভি জনাত চিত্রিত ৩৫০টাকা • এসেছিলে তবু এয়গায় লিপিকা দে মলিকা দাস সুতার চিত্রিত ৩৫০টাকা • আট্যাটি বেঁধে লেখা ও ছবি শঙ্খ কর ভৌমিক ২৫০টাকা • লীলাবতী, অদীশ বিশ্বাস, শিল্প হিরণ মিত্র, ২য় মুদ্রণ, ২৫০ টাকা • জপ্তলগাথা ও রসনাবিলাস ধৃতিকাস্ত লাহিড়ী চৌধুরী, শশিষ্ঠ বসু চিত্রিত ৫৫০ টাকা • আজানা উড়ন্ত বই রঞ্জন ঘোষালের রম্য প্রবন্ধ সংকলন ৬০০ টাকা • কালচক্রব্যান মিহির সেনগুপ্ত, সৌমিক চক্রবর্তী চিত্রিত ৩৫০ টাকা • আট্যাটি বেঁধে লেখা ও ছবি শঙ্খ কর ভৌমিক ২৫০টাকা • কবিতা লিখতে ভয় করেন বিপুল দাস, অরিন্দম মাঝা চিত্রিত ৩৫০ টাকা • টুকিটাকী কুঞ্জাটিকা সীমা গঙ্গোপাধ্যায়, প্রগবেশ মাইতি চিত্রিত, ২য় মুদ্রণ, ৩৫০ টাকা • আপন বাপন জীবন যাপন সন্ধিৎ বসু, ভাস্কর হাজারিকা চিত্রিত ৩২৫ টাকা • এলাটিং বেলাটিং ১, ২ বালিকাবেলা সংকলন সম্পাদনা অরণি বসু, সামরান হুদা, ৫০০ টাকা (প্রতিটি) • ভাগফল ৭১ মেয়েদের কথা সম্পাদনা বার্ণ বসু, আলোকচিত্র কিশোর পারেখ, ২য় মুদ্রণ, ৪৫০ টাকা • জীবন-মৃত্যু ১, ২ অসীম রায় সম্পাদনা রবিশংকর বল, কুশল রায় ৬০০ টাকা (প্রতিটি) • কামলাসুন্দরী সম্পাদনা জয়তা বাগচি সুমেরু মুখোপাধ্যায়, কর্মরতা মহিলাদের কথা সংকলন ৭৫০ টাকা • রসনাস্মৃতির বাসনাদেশ ১, ২ সম্পাদনা সামরান হুদা, দামু মুখোপাধ্যায়, আরক রায় চিত্রিত ৬০০ টাকা (প্রতিটি) • উচ্ছমে যাওয়ার রাস্তায় সৌমিত দেব, শিল্প তারকাটা লেফ, ঋতবান দাস, পার্থ দাশগুপ্ত ৩৫০ টাকা • লটন মটন পায়রাণুলি সুচেতনা দন্ত, উপমা চক্রবর্তী চিত্রিত, ২য় সংস্করণ, ৩২৫ টাকা • গোল্লাঙ্গুট কাশীনাথ ভট্টাচার্য ৬০০ টাকা • খ্যাটন সঙ্গী দামু মুখোপাধ্যায়, আরক রায় চিত্রিত, ২য় সংস্করণ, ৫০০ টাকা • স্বাদ সংঘর্ষিতা সামরান হুদা, মহবুর রহমান চিত্রিত, ৫৫০ টাকা • পাখালিনামা দূপক্ষ সরকার ৫৫০ টাকা • রমণীয় দ্রোহকাল রঞ্জন রায়, ৪০০ টাকা • সুরের গুরু আলাউদ্দিন, শোভনা সেন, সম্পাদনা অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ২২৫ টাকা • সাত ঘাটের জল, শঙ্খ কর ভৌমিক, মুয়ায় দেববর্মা চিত্রিত, ২৫০ টাকা • চমৎকার ১ প্রচন্দকাহিনি, ৩০ টাকা • চমৎকার ২ হরফনামা, ৩০ টাকা • চমৎকার ৩ অভিধান হেতু, ৩০ টাকা • জার্নাল ১, লেডি ব্রেবোন কলেজ রবীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যাডভাসড রিসার্চ সেন্টারের পত্রিকা, ১৮০ টাকা • জার্নাল ২, লেডি ব্রেবোন কলেজ রবীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যাডভাসড রিসার্চ সেন্টারের পত্রিকা, ১৬০ টাকা • জার্নাল ৩, লেডি ব্রেবোন কলেজ রবীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যাডভাসড রিসার্চ সেন্টারের পত্রিকা, ১৬০ টাকা

পুরস্কার প্রাপ্ত বই

নমিতা চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য পুরস্কার, ২০১৫

অতঃপর অন্তঃপুরে সামরান হুদা, চন্দন শফিকুল কবীর চিত্রিত ৪৫০ টাকা

বইচই আন্তর্জাতিক আন্তর্জাল সেরা সাহিত্য সম্মান, ২০১৮

আইটি আইটি পা পা, যোষিতা, ৪৫০ টাকা



কলকাতা বইমেলা
স্টল নম্বর ৩৪৬

সেন্ট্রাল পার্ক, সল্টলেক

কার পার্কিং জোনের ঠিক উল্টোদিকের গেট নং ৬ দিয়ে চুকে বাঁ দিকে রূপার পাশে

সারা বছর আমাদের বই পাওয়া যায় কলেজস্টুডেন্টের দে'জ, দে বুক স্টোর (দীপুদার দোকান), আদি দে বুক স্টোর, সুপ্রকাশ বইঘর, ধ্যানবিন্দু, অরগ্যামন, খোয়াবনামা, উট্টোডাঙ্গার সুনীলদার দোকান, ভবানীপুর পোস্ট অফিসের বুক শপে, চুঁচড়ার বিদ্যার্থী ভবন, মালদার পুনশ্চতে। বাংলাদেশে পাবেন প্রথমা, নোকতার বুবুক, বাতিঘর, পাঠক সমাবেশ, বিদ্যুত ও তক্ষশিলায়। দেশ ও দেশের বাইরে বাড়ি বসে বই পেতে বইচই ডট কম এবং দেশের মধ্যে আয়াজন ডট ইন, থিংকারস নেন, ধ্যানবিন্দু বা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

পাঞ্জুলিপি পাঠ্যতে ও নানা জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে দেখুন

www.lyriqalbooks.com

আগামী প্রকাশনা

বাঙালির মৎস্যশিকার ১, ২ (সংকলন) সম্পাদনা বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় দীপ্তীশ ঘোষ দস্তিদার চিত্রিত

বাঙালির বাইসাইকেল (সংকলন) সম্পাদনা সামরান হৃদা অত্রি চেতন চিত্রিত

স্মৃতিপটে বঙ্গজীবন ও কলকাতা ১ (সংকলন) সম্পাদনা দেবাশিস বসু

রচনাসমগ্র ১, ২ অরূপরতন বসু সম্পাদনা শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

রসনাদেশ, পূর্ববঙ্গের খাওয়াদাওয়ার স্মৃতি প্রণবরঞ্জন রায়

মাইহার ব্যাস্ট: আলাউদ্দিন খাঁ ও পরম্পরা কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালির বারফাটাই বাঙালির বার-যাপন (সংকলন) সম্পাদনা রাহুল পুরকায়স্ত, অর্ক দেব
ভোজনে বিজ্ঞাপনে বাঙালি প্রণবেশ মাইতি

ভোজন মানচিত্রে বাংলাদেশ সুমনকুমার দাশ

এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ (১৯৭২-৭৬) সম্পাদনা মণীন্দ্র গুপ্ত, রঞ্জিত সিংহ

স্মৃতিধার্য অরূপ সোম (আত্মকথা)

জগতে কলক্ষ রবে সোমক দাস (আত্মকথা)

গদ্যসমগ্র দেববৃত মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা শিবাদিত্য দাশগুপ্ত, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

আলোকের বর্ণাধারায় থিয়েটার দীপক মুখোপাধ্যায় হিরণ্য মিত্র চিত্রিত

বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : সংরক্ষের সন্ধান কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত

জাহাজের জলতরঙ মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

লিটিল ম্যাগাজিনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ১, ২ সম্পাদনা শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙালির রামাঘর (সংকলন) সম্পাদনা সামরান হৃদা, দামু মুখোপাধ্যায়

